পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সমিতির মুখপত্র

# ভূমিবার্তা

৩৭ বর্ষ, প্রথম-চতুর্থ সংখ্যা, জানুয়ারী-আগস্ট, ২০১৯

সম্পাদকমন্ডলী
গৌতম তালুকদার, কিশোর কুমার বিশ্বাস,
সুরজিৎ চন্দ্র, অঞ্জন ঘোষ

সম্পাদক
অনিন্দ্য বিশ্বাস

সহ সম্পাদক
অমিত শঙ্কর দাশ মজুমদার

প্রকাশক
দেবাশিস সেনগুপ্ত
পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক
সমিতির পক্ষে।

কার্যালয়
২৩৮, মানিকতলা মেইন রোড, ফ্ল্যাট -১০,
কোলকাতা-৭০০০৫৪।

প্রচ্ছদ
অমিত শঙ্কর দাশ মজুমদার

অক্ষর বিন্যাস ও রূপায়ণে
কলাভবন অ্যাডভার্টাইজিং

মুদ্রণে
জ্যোতি এন্টারপ্রাইজ
১৬/১/এইচ, হেমন্ত বসু সরণী,
কলকাতা - ৭০০০৬৯

## সূচিপত্র

| | |
|---|---|
| মৃত্যুহীন প্রাণ | ২ |
| বিদ্যাসাগরকে নিয়ে লেখা কবিতা | ৫ |
| Legal Terminology for Land Related Cases | ৯ |
| A Brief Note On Conversion Of Land | ১২ |
| ভোট এবং আমরা | ১৫ |
| Appendices (সমিতির পত্র) | ২৩ |

# মৃত্যুহীন প্রাণ

প্রিয়া ঘোষ

শৈশবের এক ভোরে এক ভয়ালদর্শন অজগর ও শিকারী ঈগলের ভয়ে সন্ত্রস্ত এক অসহায় ইঁদুরছানার ছবি মনের পটে আঁকা হয়ে গেছিল আজীবনের জন্য। প্রায় পঁচিশ বছর আগের কথা বলছি। তখনও বাঙালী ইংরাজী মিডিয়ামের সাথে সখ্যতা বশত বাংলা অক্ষর সম্ভারকে অবহেলায় একঘরে করে দেয়নি। তখনও সাধারণ বাঙালীর ঘরে জনি ও টমদের সাথে রাখাল-গোপালদের সদ্ভাব বজায় ছিল। 'বর্ণপরিচয়' -এর মলাটে এক প্রশস্ত ললাট মানুষের ছবি দেখিয়ে মা বলেছিলেন — 'বিদ্যাসাগর'। সাগর শব্দের ব্যাপ্তি বা গভীরতা কোনটাই উপলব্ধি করার মত পরিণত তখনও হই নি। তবে একটা বিশালতার আভাস ছুঁয়ে গেছিল। আজ যখন নার্সারি রাইমদের ভিড়ে বাঙালীর শৈশব থেকে প্রায় উধাও হয়ে গেছে ঐরাবত ও উটের সারি, তখন মনুষ্যত্বের প্রাচুর্য্যে সদা উজ্জ্বল সেই মহাপ্রাণের জন্মের দ্বিশতবার্ষিকী সমাগত। সেই উপলক্ষে আজ দিকে দিকে তাঁর উদ্দেশ্যে স্মরণসভার আয়োজন, পত্র-পত্রিকায় তাঁর চরিত্র মাহাত্ম্য নিয়ে লেখা লিখিও চলছে বিস্তর । আসলে বাঙালীর চরিত্রে যতটা উদ্‌যাপনের প্রবণতা মজুত আছে, আত্তীকরণের অভ্যাস ততটা নেই। তাই বিদ্যাসাগর আজও অনেকাংশেই শিশুপাঠ্যের মলাটে ও গল্পকথায় এক বিস্ময় চরিত্র হয়েই রয়ে গেছেন, তাঁর জীবনদর্শনকে বাঙালী নিজের চলার পথের পাথেয় করতে অনেকাংশেই ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর প্রস্তরমূর্তির ভাঙনে বিস্তর হৈ চৈ, চাপান উতোরে সরগরম হয়েছে রাজনীতির মঞ্চ থেকে পাড়ার চা-এর আড্ডা, আমরা শুধু ভুলে গেছি রক্ত মাংসের মানুষ ঈশ্বরচন্দ্রের জীবন সংগ্রামকে নীরবে নিজেদের মননে ধারণ করতে।

যুগে যুগে যে সকল মহামানব সামজের বুকে নিজেদের দৃষ্টান্তমূলক অবদানের ব্যতিক্রমী ছাপ রেখে যান, তাঁদের চরিত্র মাহাত্ম্যের সাথে সার্থক ভাবে পরিচিত হওয়ার আগেই কুয়াশার মত আমাদের মনকে ঘিরে ধরে এক অপার বিস্ময়। বিদ্যাসাগরও এর ব্যতিক্রম নন। মানুষ বিদ্যাসাগরের চরিত্র সম্পদের ভান্ডার আমাদের চোখের সামনে উন্মোচিত হওয়ার আগেই, তাঁর জীবন ঘিরে প্রচলিত অনেক বিস্ময়কর কাহিনী তাঁকে বাঙালী জীবনে এক মিথে পরিণত করেছে। মাতৃভক্তির নিদর্শন স্বরূপ ভরা বর্ষায় সাঁতরে দামোদর পার হওয়া হোক বা কোলকাতার রাস্তায় ল্যাম্পের আলোয় পড়াশোনা করা হোক — এমন অনেক লোকমুখে প্রচলিত কাহিনী একদিকে যেমন ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনীর গৌরব বৃদ্ধি করেছে অপরদিকে তেমন তাঁর চরিত্রের প্রকৃত মাহাত্ম্যকে আড়াল করেছে। শুধুমাত্র মাতৃভক্তি, দয়াবৃত্তি , অধ্যবসায় বা সাহিত্যপ্রতিভা কোন গুণই এককভাবে বা সম্মিলিতভাবে ঈশ্বরচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠত্বের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেনি, তাঁকে কালজয়ী করেছে তাঁর অক্ষয় মনুষ্যত্ব এবং অপরাজেয় চরিত্রবল।

উনবিংশ শতকের ঊষার আকাশ তখনও সূর্যোদয়ের অপেক্ষায়। পূব দিগন্ত নতুনের আগমনের আশায় রক্তিমাভা ছড়িয়ে দিলেও, বিগত কয়েক শতকের জমাট বাঁধা অন্ধকারকে পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারেনি। তখনও শত শত বছরের পুঞ্জিভূত কুসংস্কার ও প্রাণহীন জীর্ণ লোকাচারের অভিশাপে অবরুদ্ধ বাঙালীর জীবন প্রবাহ। রাজা রামমোহন, ডিরোজিও, ডেভিড হেয়ারদের হিতব্রতের স্পর্শে কোলকাতার বুকে তখন সদ্য প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছে নব্যবাদের মুকুল। কিন্তু গ্রাম বাংলার বাতাসে তখনও অশিক্ষা ও দূরাচারের বিষবাস্প। ঠিক এমনই যুগসন্ধি কালে উনবিংশ শতকের আকাশে উদিত হল এক নতুন সূর্য।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ শে সেপ্টেম্বর, বর্তমান পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে এক দরিদ্র, আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পন্ডিতের বংশে বিদ্যাসাগরের জন্ম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এটাই যে তিনি সেই যুগে ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও আচার সর্বস্বতার ঊর্দ্ধে আরোহণ করতে পেরেছিলেন, যুক্তিবোধ দিয়ে জয় করেছিলেন ধর্মবুদ্ধিকে। পরবর্তী জীবনে পোশাক-পরিচ্ছদে, আচার-আচরণে খাঁটি ব্রাহ্মণ হলেও তাঁর জীবন তরী পল্লীআচারের সংকীর্ণতা ও গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদের অসারতার বিপরীতে প্রবাহিত হয়েছে আজীবন। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের চরিত্র মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে যথার্থই বলেছেন, "বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূণ্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে, বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধি সহকারে বঙ্গসমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশই শব্দহীন সুদূর নির্জনে উত্থান করিয়াছিলেন।"

জন্মের পরে পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ কৌতুক করে পুত্র

ঠাকুরদাসকে বলেছিলেন ''একটি এঁড়ে বাছুর হইয়াছে।'' ঈশ্বরচন্দ্রের প্রাজ্ঞ পন্ডিত পিতামহ ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ছিলেন কিনা জানা নেই, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের শৈশবের দুরন্তপনায়, কৈশরের অদম্য জেদ, যৌবনের অপরাজেয় মনোভাব ও প্রৌঢ়ত্বের অটল দৃঢ়তায় 'এঁড়ে বাছুরে'র গুণাবলী সার্থক ভাবে প্রকাশ পেত। গ্রামের কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায় শিক্ষার প্রথম পাঠ শেষ করে মেধাবী ঈশ্বর যখন বাবার হাত ধরে কোলকাতার পথে রওনা হন — বয়স তখন মাত্র নয়। ১৮২৯ সাল — বঙ্গসমাজে নবজাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে এক যুগান্তকারী বছর। ওই বছরই ২৭ শে জুলাই 'ইন্ডিয়া গেজেটে' প্রকাশিত হল সতীদাহ প্রথা রদ আইনের আভাস। প্রাচীন পন্থীদের অচলায়তনের ভিতে সজোরে নাড়া দিলেন রাজা রামমোহন রায়। ৪ই ডিসেম্বর পাকা হয়ে গেল 'সতীদাহ রদ' আইন। রামমোহনের প্রয়াস ও বেন্টিঙ্কের আদেশে হিন্দু সমাজের প্রাচীন দুর্গে ধস নেমে গেল। সহস্র বছরের পুরাতন দেওয়াল ভেঙে বদ্ধ কারাগারে প্রবেশ করল মুক্তির বাতাস। সে বাতাস ছুঁয়ে গেল বালক ঈশ্বরের আত্মাকেও । এর কয়েকদশক পরে বিদ্যাসাগরের মনুষ্যত্বের কুঠারের আঘাতে ছিন্নমূল হয়েছিল বঙ্গসমাজের আরেক কুপ্রথা — বিধবা বিবাহের প্রচলন করে সমাজের বুকে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসা কৌলিণ্য প্রথার ভিতে আঘাত হেনেছিলেন সজোরে। ২০১৯ এর এই 'ফেমিনিসমের' রমরমার যুগেও বিধবার দ্বিতীয় বিয়ের কথায় অনেক মডার্ণ মানুষেরও ভ্রু কুঞ্চিত হতে আমি দেখেছি। এর থেকে দেড়শো বছর আগে পরিস্থিতির প্রতিকূলতা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র ভয় পান নি, পরাজিত হতে তিনি শেখেননি জীবনে। হাজারটা কটূক্তি , আক্রমণের বিপরীতে একাকী দাঁড়িয়েছেন অবিচলিত ভাবে। ব্যক্তিগত সংকটের আশঙ্কায় সমাজের প্রভাবশালী বিত্তশালী সম্প্রদায়ের সামনে মাথা নত করেননি। ১৮৫৬ -য় বিধবা বিবাহের পক্ষে যত জন স্বাক্ষর করেছিলেন, বিপক্ষে স্বাক্ষর করেছিলেন তার থেকে অনেক বেশী মানুষ। তবু বিদ্যাসাগরের শুভ সংকল্পের গতি রোধ করা যায়নি। ওই বছর ২৬ শে জুলাই তিনি প্রমাণ করে দিলেন তিনি অপরাজেয় আর দুই শতাব্দী পেরিয়ে এসে আজও তিনি একক-স্বকীয়-ইংরাজিতে যাকে বলে Original। একুশ শতকের লিবারেল চিন্তার জোয়ারেও আমরা যখন পদে পদে সত্যি বলতে হোঁচট খাই, কর্মজগতে বঞ্চনার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে অসুরক্ষিত বোধ করি, চূড়ান্ত অপমানও নতমস্তকে মেনে নিই লোকলজ্জার ভয়ে, তখন দুই শতাব্দীর ওপারে জ্যোতির্ময় আলোকস্তম্ভের মত নির্বিচল দাঁড়িয়ে থাকেন এক শাশ্বত মহাপ্রাণ— শ্রদ্ধাবনত মস্তকে আমরা উপলব্ধি করি ঈশ্বরচন্দ্র আজও কেন প্রাসঙ্গিক আমাদের সমাজ জীবনের প্রতি পরতে পরতে।

বিদ্যাসাগরের জীবনীর কালানুক্রমিক বর্ণনা এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য আজকের সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাঁর প্রাসঙ্গিকতার অন্বেষণ। এবার আবার পিছিয়ে যাচ্ছি সেই ১৮২৯-এ। সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হলেন বালক ঈশ্বরচন্দ্র। প্রথম দিনই প্রমাণ করলেন স্মরণশক্তি ও মেধায় তিনিই তাঁর শ্রেণিতে শ্রেষ্ঠ। পাশেই একই বাড়িতে হিন্দু কলেজ ডিরোজিয়ানদের নব্যবাদী আন্দোলনের পীঠস্থান। বিদ্যাসাগরের সখ্যতা গড়ে উঠল হিন্দু কলেজের সমবয়সী ছাত্র রামতনু লাহিড়ী, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়দের সাথে। হিন্দু কলেজের বন্ধুরা যখন পড়ছেন মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট, হোমারের ইলিয়াড-ওডিসি, ঈশ্বরচন্দ্র তখন জলের মত সংস্কৃত বলছেন। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে পারদর্শী হয়েও তিনি খোলা মনে পাশ্চাত্য বিদ্যাকে গ্রহণ করেছিলেন। অনেক বেশি বয়সে নির্দ্বিধায় তিনি ইংরাজী শিক্ষালাভ করেন — তাঁর অন্তর ছিল চির নবীন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যার মধ্যে সার্থক সেতুবন্ধন করেছিলেন তিনি, অধিকাংশ মানুষই যখন বর্তমানের মাটিতে দাঁড়িয়ে অতীতের বন্ধনে আবদ্ধ থাকেন, বিদ্যাসাগর তখন তাঁর দুরদৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন ভবিষ্যতের দিকে। ভাবী প্রজন্মের চলার পথকে করেছিলেন বাধামুক্ত। ১৮৪১-এ পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থানাধিকার করে সমাপ্ত করলেন সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা। এরপর ১৮৪৩-এ ষড়দর্শনের পরীক্ষায় প্রথম হয়ে লাভ করলেন 'বিদ্যাসাগর' উপাধি। ইতিমধ্যেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যোগদান করেছেন প্রধান পন্ডিত হিসাবে। সূচনা হল এক অসাধারণ ও ব্যতিক্রমী কর্মজীবনের। সেই সময় বিলাতি সিভিলিয়ানরা আসতেন ফোর্ট উইলিয়ামে দেশীয় ভাষা শিখতে, শিক্ষার শেষে বিদ্যাসাগরের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা হত। সে পরীক্ষায় পাশ করাছিল কঠিন, ফেল করলেই মাথা হেঁট করে ফিরে যেতে হত বিলেতে। সিভিলিয়ানদের মুখে মুখে প্রচার হয়ে গেল 'Pandit is very strict'। অধ্যক্ষ মার্শাল সাহেব ঈশ্বরচন্দ্রকে বললেন পরীক্ষার নিয়মাবলী শিথিল করতে। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র নিজের অবস্থানে অনড়। স্পষ্টভাবে জানালেন, চাকরি ছেড়ে দিতে তিনি রাজি কিন্তু অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে পারবেন না। তৎকালীন বঙ্গদেশে পন্ডিতের অভাব ছিল না, কিন্তু এই কারণেই ঈশ্বরচন্দ্র পূজনীয় — তিনি আপোসহীন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

যথার্থই লিখেছেন,

'সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।'

পাঁচ বছর পর সংস্কৃত কলেজে যোগ দিলেন সহকারী সম্পাদক হিসাবে। কর্মজীবনের এই পর্বেও বার বার উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তাঁর আপোসহীন ও অপরাজেয় চরিত্রশক্তি। তৎকালীন হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেব বুটজুতো সমেত টেবিলের উপর পা তুলে তাঁকে অপমান করেছেন। সেদিন তিনি নীরবে কাজ শেষ করে ফিরে এসেছিলেন কিন্তু সময়মত যোগ্য উত্তর দিতে ভোলেন নি। পরে যেদিন কার সাহেব সংস্কৃত কলেজে এসেছেন, তিনি তাঁর চটিজোড়া পরে টেবিলের উপর পা তুলে সাহেবকে তাঁর ঘরে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। সেই সময় সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক দুজন — রসময় দত্ত এবং ময়েট সাহেব। ঈশ্বরচন্দ্রের আত্মসম্মানবোধে মুগ্ধ হয়েছিলেন ময়েট। কিছুকাল পরেই কলেজের পরিচালন পদ্ধতি নিয়ে রসময় দত্তের সাথে মতান্তর হল ঈশ্বরচন্দ্রের। সঙ্গে সঙ্গে ইস্তফা দিলেন চাকরিতে। ময়েট সাহেবের মধ্যস্ততাতেও ফল হল না। চাকরি ছাড়লে খাবেন কি? এ প্রশ্নের উত্তরে আপোসহীন কণ্ঠে তার উত্তর, 'আলু পটল বেচিব, মুদির দেকান করিব, তবুও যে পদে সম্মান নাই, সে পদ গ্রহণ করিতে চাই না।' ব্যয় নির্বাহের জন্য রচনা করলেন বর্ণপরিচয়, পঞ্চবিংশতি, বাংলার ইতিহাসের মত স্কুলপাঠ্য। কিন্তু সম্মানহীন পদে ফিরে গেলেন না। দেড় বছর পর সসম্মানে সংস্কৃত কলেজে ফিরলেন সাহিত্যের অধ্যাপক হয়ে, তারও একবছর পরে পেলেন অধ্যক্ষের পদ। জীবনে চলার প্রতি পদে একটু একটু করে আপোস করতে করতে যেখানে নিঃশেষিত হয়ে আসে বিবেকের শুভবোধ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সেখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকেন অক্ষয় বটবৃক্ষের মত।

বজ্রকঠিন দৃঢ়তার আড়ালে ঈশ্বরচন্দ্রের অন্তরে ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হত কারুণ্যের ধারা। তিনি ছিলেন দয়ারও সাগর। সে দয়া কখনই নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রেখে সখের দান বা বিতরণ নয় বরং নিজেকে রিক্ত করে পরহিতের জন্য নিজেকে নিবেদন করার হৃদয়বৃত্তি। সম্ভবত হৃদয়ের এই কোমলতা তিনি মাতৃসূত্রে প্রাপ্ত হন। ভগবতী দেবী ছিলেন একজন অসামান্যা নারী। তাঁর দয়াবৃত্তি ছিল যাবতীয় সঙ্কীর্ণ সংস্কারের ঊর্দ্ধে। বিদ্যাসাগরের হৃদয়সূর্য থেকেও বিকীর্ণ হয়েছিল সেই দয়ারশ্মি। আজীবন তিনি অসহায়, আর্তের চোখের জল মুছিয়েছেন। ১৯৮১ সালে 'Indian Nation' তাঁর সম্পর্কে লিখেছিল — "He never went out into the street without a few coins in his purse and never returned home without having distributed them." বিদেশে ব্যারিস্টারী পড়তে গিয়ে কপর্দকশূণ্য মাইকেল মধুসূদন দত্ত সাহায্য প্রার্থনা করে চিঠি লিখলেন বিদ্যাসাগরকে। নিজের আর্থিক সঙ্গতি ছিল না, তবুও ধার করে পনেরোশো টাকা পাঠালেন মধুসূদনকে। পরে নিজের ছাপাখানার একাংশ বিক্রি করে সেই ঋণ শোধ করেন বিদ্যাসাগর।

১৮৫৮ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে পদত্যাগের পর আর প্রথাগত ভাবে চাকরী করেন নি। কিন্তু আমৃত্যু নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন শিক্ষা সংস্কারের সাথে। তাঁর হাতেই দ্বারোদ্ঘাটোন হয়েছিল বাংলার গদ্য সাহিত্যের। দুর্বোধ্য কঠিন ভাষার শৃঙ্খলে আবদ্ধ বাংলা সাহিত্যে তিনিই প্রথম প্রাণের সঞ্চার করেন। ভাষাকে তিনি করে তোলেন শিক্ষার উপযোগী। অযথা কঠিন শব্দের প্রয়োগ থেকে ভারমুক্ত করে বাংলা ভাষাকে তিনি নিয়ে আসেন সাধারণ মানুষের মনের কাছাকাছি। বর্ণপরিচয়, কথামালার মত শিশুপাঠ্যের পাশাপাশি রচনা করেন সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাসের মত অমূল্য সাহিত্য সম্পদ। জীবনের শেষ পর্যায়ে দীর্ঘদিন কার্মাটাঁড়ের সাঁওতাল পল্লীতে প্রায় স্বেচ্ছা নির্বাসনে কাটান তিনি। ১৮৯১-এর ২৯ শে জুলাই আপামর বাঙালীর হৃদয়কে শোকের আঁধারে নিমজ্জিত করে অস্তমিত হল উনবিংশ শতকের সেই ভাস্বর সূর্য।

কালের নিয়মে সময়ের চাকা এগিয়ে যায় নিজের বেগে — সে অপ্রতিরোধ্য। নিরবিচ্ছিন্ন আগমন ও অবশ্যম্ভাবী প্রস্থানের খেলায় শূন্যে বিলীন হয়ে যায় শত সহস্র মানুষের হাসি-কান্না, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসাব নিকাশ, মাটিতে মিশে যায় কত শত রাজ-রাজড়ার কীর্তির নিদর্শন। কিন্তু দুর্লভ কিছু মানুষ স্বমহিমায় কালজয়ী হন। নশ্বর জীবনের সমাপ্তির পরও সভ্যতার বুকে অবিনশ্বর থাকে তাঁদের জীবনদর্শন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তেমনই এক মহাজীবন, যাঁকে সমাজ সংসারের ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা, জড়ত্ব স্পর্শ করতে পারেনি কোনদিন। শুধুমাত্র মেধা, প্রতিভা বা দয়াবৃত্তির আখ্যান শুনে ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনদর্শনের ব্যপ্তি উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এসব গুণাবলী তাঁর একটি অংশ মাত্র— ঈশ্বরচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর অনির্বাণ মানুষ্যত্বে — চরিত্রের আপোসহীন দৃঢ়তা ও স্বকীয়তাই তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই কারণেই তিনি যুগের অগ্রগামী, আজও আমাদের জীবনে একইভাবে প্রাসঙ্গিক।

*(বিদ্যাসাগরকে আধুনিক বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়। তাঁর জনপ্রিয় সাহিত্যকর্মগুলিও গদ্যকে আশ্রয় করেই। কিন্তু তাঁর অত্যাশ্চর্য চরিত্র এবং জীবন জোড়া কর্মকাণ্ডকে ঘিরে লেখা হয়েছে অজস্র কবিতা। তাঁর সমসাময়িক কাল হতে আজ অবধি বহু বিখ্যাত কবির লেখা সেই সমস্ত কবিতাকে নিয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় 'কোরক' সাহিত্য পত্রিকার শারদ সংখ্যায়। প্রাসঙ্গিক সেই লেখাটি এখানে পুনর্মুদ্রিত হল।)*

# বিদ্যাসাগরকে নিয়ে লেখা কবিতা

সুজিত সরকার

বিদ্যাসাগরকে নিয়ে বাঙালি কবিরা অনেকেই কবিতা লিখেছেন। তার মধ্যে সর্বাধিক পরিচিতি পেয়েছে দুটি কবিতা — একটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে' এবং অন্যটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'বীরসিংহের সিংহশিশু! বিদ্যাসাগর! বীর!'।

মধুসূদন তখন বিদেশে। হাতে একটি পয়সাও নেই। ডুবে আছেন দেনার দায়ে। কীভাবে উদ্ধার পাবেন এমন ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে তা তিনি নিজেও বুঝতে পরছেন না। শুধু তো তিনি একা নন, স্ত্রী-ছেলেমেয়েরাও তখন তাঁর সঙ্গে সেখানে। অনেকেই তাঁর দুর্দশার কথা জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন দেশে। কিন্তু কোনো উত্তর নেই। মাইকেলের তবু বিশ্বাস, একজনের সাহায্য তিনি পাবেনই। স্ত্রী-কে বললেন, এমন একজনকে তিনি চিঠি লিখে তাঁর এই ঘোর সংকটের কথা জানিয়েছেন, যাঁর জ্ঞান প্রাচীন মুনি-ঋষিদের মতো, ইংরেজদের মতো যাঁর কর্মক্ষমতা ও উদ্যম এবং বাঙালি মায়ের মতো যাঁর হৃদয় — 'The genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengalee mother!' বিদ্যাসাগরের প্রতি মাইকেলের এই চূড়ান্ত নির্ভরতা এক মুহূর্তে আমাদের চিনিয়ে দেয় বিদ্যাসাগরের মহত্ত্বকে। মাইকেলের এই বিশ্বাসের মর্যাদা দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। বেশ কয়েকবার টাকা পাঠিয়ে মাইকেলকে তিনি সংকটমুক্ত করেছিলেন। একটি সনেটের মাধ্যমে মাইকেল বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন :

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু! উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু ভাগ্যবলে পেয়ে সে মহাপর্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কত গুণ ধরে কত মতে
গিরিশ! কি সেবা তার সে সুখ-সদনে!
দানে বারি নদীরূপ বিমলা কিঙ্করী;
যোগায় অমৃত ফল পরম আদরে
দীর্ঘ-শির তরুদল, দাসরূপ ধরি';
পরিমল ফুল-কুল দশ দিশ ভরে,
দিবসে শীতলশ্বাসা ছায়া, বনেশ্বরী
নিশায় সুশান্ত নিদ্রা, ক্লান্তি দূর করে।

সত্যি বলতে কি, বিদ্যাসাগরের বিপুল কর্মকান্ডের কোনো তুলনা হয় না। নারীশিক্ষার প্রসার, বিধবাবিবাহ রদ, অসংখ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, মেট্রোপলিটন কলেজ স্থাপন এবং এরকম অনেক অনেক সমাজকল্যাণমূলক কাজের সঙ্গে সর্বক্ষণ জড়িত থেকেও অর্ধশতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বাংলার জেলায় জেলায় ছুটে বেড়িয়েছেন তিনি। এমনকি মন্বন্তরের সময় সরকারকে অনুরোধ ক'রে নানা জায়গায় অন্নসত্র খুলিয়েই ক্ষান্ত হননি, নিজের গ্রামে ফিরে এসে নিজেরই দায়িত্বে খুলেছিলেন অন্নসত্র। সেখানে চার-পাঁচ মাস ধরে বারোজন ঠাকুর রেঁধেছে, কুড়িজন দিনরাত্রি পরিবেশন করেছে, এমনকি ঘর হারানো মানুষদের রুক্ষ চুলে নিজের হাতে তেল মাখিয়ে দিয়েছেন তিনি। শোনা যায়, পালকিতে যেতে যেতে বর্ণপরিচয় লিখেছিলেন। বন্ধু প্যারীচরণ সরকার ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক। তাঁর চোরবাগানের বাড়িতে বিশিষ্ট বিদ্বজ্জনদের উপস্থিতিতে স্থির হয় যে বাংলা আর ইংরাজি সহজে শেখার জন্য প্রাথমিক বই লিখতে হবে। প্যারীচরণ লিখবেন ইংরাজি, বিদ্যাসাগর বাংলা। বর্ণপরিচয় সৃষ্টি হয়েছিল এইভাবেই। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-তে 'জল পড়ে পাতা নড়ে'র উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর জীবনে এটাই ছিল 'আদি কবির প্রথম কবিতা'। তিনি বলেছিলেন, "সেদিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি, কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না— তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো তাহার ঝংকারটা ফুরায় না, মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।" পড়া যাক বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি :

বঙ্গ সাহিত্যের রাত্রি স্তব্ধ ছিল তন্দ্রার আবেশে
অখ্যাত জড়ত্বভারে অভিভূত। কী পুণ্য নিমেষে
তব শুভ অভ্যুদয়ে বিকীরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা,
প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এল প্রত্যুষের বিভা,
বঙ্গ ভারতীয় ভালে পরাল প্রথম জয়টিকা।
রুদ্ধ ভাষা আঁধারের খুলিলে নিবিড় যবনিকা,
হে বিদ্যাসাগর, পূর্ব দিগন্তের বনে উপবনে
নব উদ্বোধন গাথা উচ্ছ্বসিল বিস্মিত গগনে।
যে বাণী আনিলে বহি নিষ্কলুষ তাহা শুভ্ররুচি,

সকরুণ মাহাত্ম্যের পুণ্য গঙ্গাস্নানে তাহা শুচি!
ভাষার প্রাঙ্গণে তব আমি কবি তোমারি অতিথি;
ভারতীর পূজা তরে চয়ন করেছি আমি গীতি
সেই তরুতল হতে যা তোমার প্রসাদ সিঞ্চনে
মরুর পাষাণ ভেদি' প্রকাশ পেয়েছে শুভক্ষণে।।

পথের পাঁচালীর অপুকে পাঠশালার গুরুমশাই শ্রুতিলিখন লিখতে বলেছিলেন। 'এই সেই জন্মস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবণগিরি। ইহার শিখরদেশ আকাশপথে সতত সমীর-সঞ্চরমান-জলধর-পটল-সংযোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত....' — বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস থেকে লাইনগুলি মুখে মুখে আউড়ে যাচ্ছিলেন গুরুমশাই, আর শুনতে শুনতে বালক অপুর মনে হচ্ছিল এমন সুন্দর কথা একসঙ্গে পরপর আগে কখনো শোনেনি সে। ভাষার ভিতরে এই সরময় ধ্বনির সৃষ্টি করেছিলেন বিদ্যাসাগর তাঁর গদ্যে। মেদিনীপুর শহরে বিদ্যাসাগরের নামাঙ্কিত স্মৃতিমন্দির নির্মাণ উপলক্ষ্যে আমন্ত্রিত বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত শ্রোতাদের সম্মুখে বলেছিলেন 'বঙ্গ সাহিত্যে আমার কৃতিত্ব দেশের লোকে যদি স্বীকার করে থাকেন তবে আমি যেন স্বীকার করি একদা তার দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।'

মনে পড়ে কবি অমিতাভ মৈত্র একবার মেদিনীপুরের ঘাটালে এক কবিতাপাঠের অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। তিনি তখন ঘাটালের এস.ডি.ও.। অনুষ্ঠান শেষে আমাকে বীরসিংহে বিদ্যাসাগরের বাড়ি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের ব্যবহার করা দু-পাটি বাঁধানো দাঁত, চটি জোড়া, দুষ্প্রাপ্য হলুদ কিছু বই দেখে ভিতরে ভিতরে তীব্র এক রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলাম। এখানেই ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর জন্মেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি পায়ে হেঁটে বাবার সঙ্গে কলকাতায় আসতে আসতে রাস্তার ধারে মাইলস্টোন দেখে সেই বালক বয়সেই ইংরাজি সংখ্যা শিখে নিয়েছিলেন, রাত্তিরে রাস্তার গ্যাসবাতির নীচে বসে পড়া তৈরী করেছিলেন, কলেজ থেকে পাশ ক'রে বেরোনোর মুহূর্তে সর্বশাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য পন্ডিতমশাইরা নাম দিয়েছিলেন 'বিদ্যাসাগর'। সংস্কৃত কলেজের প্রধান চেয়ারটি অলংকৃত করেছিলেন যখন, সেসময় হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপাল কার সাহেবের সঙ্গে বিশেষ দরকারে দেখা করতে গিয়েছিলেন। জুতোসুদ্ধ পা টেবিলে তুলে দিয়ে পাইপ টানতে টানতে কার সাহেব কথা বলতে লাগলেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে। ক্রোধান্বিত অপমানিত বিদ্যাগর প্রতিশোধের প্রতীক্ষায় রইলেন। কিছুদিন পরেই কার সাহেবকে আসতে হ'লো সংস্কৃত কলেজে। টেবিলের ওপরে চটিসুদ্ধ পা তুলে হুঁকো খেতে খেতে বিদ্যাসাগর অভ্যর্থনা জানালেন কার সাহেবকে। এমনই তেজস্বী পুরুষ ছিলেন তিনি। ছেলেবেলায় পাঠ্য বইতে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতাটি পড়ানোর সময় ক্লাসশিক্ষক বিদ্যাসাগরের জীবনের এইসব কাহিনীগুলি আমাদের শুনিয়েছিলেন :

বীরসিংহের সিংহশিশু বিদ্যাসাগর! বীর!
উদ্বেলিত দয়ার সাগর, —বীর্য্যে সুগম্ভীর!
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়;
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।
নিঃস্ব হয়ে বিশ্বে এলে দয়ার অবতার
কোথাও তবু নোয়াওনি শির জীবনে একবার।

কার-সাহেবের গল্পটি ক্লাসশিক্ষক শুনিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের এই লাইনগুলি পড়াতে পড়াতে 'সে যে চটি উচ্চে যাহা উঠত এক একবার /শিক্ষা দিতে অহঙ্কৃতে শিষ্ট ব্যবহার।'

পরহিতব্রতে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন যিনি, সেই তাঁকেই মানুষের হাতে লাঞ্ছিত হ'তে হয়েছে বারবার। আঘাতে আঘাতে পর্যুদস্ত হ'তে হ'তে সুতীব্র অভিমানে বলেছিলেন 'সে আমার নিন্দে করেছে? আমি তো তার উপকার করিনি কোনো।' স্বার্থপর কপট নাগরিকতাকে পরিহার ক'রে কর্মাটারে সহজ-সরল-অকপট সাঁওতালদের মধ্যে জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করেছিলেন। তাঁকে নিয়ে লেখা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছোট একটি কবিতা 'লাগসই' :

যেহেতু ঈশ্বরচন্দ্র ঈশ্বর ছিলেন না বাস্তবিক,
তাঁকে ধরা যেত
মানুষের দুঃখ দেখলে হতেন কাতর
অতএব লোকে করতো তাঁকেই পাকড়াও,
এবং কিছু না কিছু প্রত্যেকেই পেত
যে যেমন জানাতো প্রার্থনা!
তাও
কিছু দিলে ভুলে যাবে মানুষ সে পাত্র না—
প্রতিদানে ঢিল
ছুঁড়েছে সে সহসা পাঁজরে,
মুখটা ব্যাথায় নীল!
অতএব লেগেছিল ঠিক—
যেহেতু ঈশ্বরচন্দ্র ঈশ্বর ছিলেন না বাস্তবিক।

'কলকাতার যীশু'-র কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কবিতায় কলকাতার প্রতি তাঁর বিদ্রূপাত্মক মনোভাব প্রকাশ করেছেন—যে কলকাতা অতীতকে অবলীলায় ভুলে গিয়ে বর্তমানের নির্লজ্জ ভঙ্গি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে :

আমি বুঝতে পারি,
গঙ্গাতীরের তীর্থের দিকে পা বাড়ালেই এখন
বৃত্রাসুর আমার সামনে এসে দাঁড়াবে। এবং
মাসির-কান-কামড়ানো সেই ছেলেটা আর কিছুতেই
বাদুড়বাগানে পৌঁছতে দেবে না।

স্তব্ধ হয়ে আমি বসে থাকি।
উইয়ে-খাওয়া বইয়ের পাতা হাওয়ায় উড়তে থাকে।
আমি চিনে উঠতে পারি না যে,
এ কেমন হেমচন্দ্র, আর
এ কেমন বিদ্যাসাগর।

তখন পিছন থেকে আমি আবার
সামনের দিকে চোখ ফেরাই
এবং আমি নিশ্চিত হয়ে যাই যে,
অতীতের সঙ্গে সম্পর্কহীন
বর্তমানের এই কবন্ধ কলকাতাই আমার নিয়তি,
যেখানে
'কবিতীর্থ' বলতে কোনো কবির কথা কারও মনে পড়ে না,
এবং 'বিদ্যাসাগর' বলতে
তেজস্বী কোনো মানুষের মুখচ্ছবির বদলে
ইস্কুল, কলেজ, থানা, বস্তি,
অট্টালিকা, খাটাল, পোস্টার ও পয়ঃপ্রণালী সহ
আস্ত একটা নির্বাচনকেন্দ্র
আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

বিধবাবিবাহকে আইনসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা বিদ্যাসাগরের জীবনের এক মহান কীর্তি। বাল্যসঙ্গিনীর অকালবৈধব্য তাঁকে বিচলিত করেছিল। তিনি তখন কলকতাতায়। মেয়েটির বিয়ে হয়ে যায় এবং কিছুদিন পরেই তার বৈধব্য ঘটে। বীরসিংহে ফিরে একদিন শুনলেন মেয়েটির কিছু খাওয়া হয়নি, কারণ একাদশী এবং ইতিমধ্যেই মেয়েটি বিধবা হয়েছে। এই ঘটনা তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। আরেকটি ঘটনাও তাঁকে ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহী ক'রে তুলেছিল। ছাত্রজীবনে শম্ভুনাথ তর্কবাচস্পতিকে অধ্যাপক হিসেবে পেয়েছিলেন। সেই বৃদ্ধ অধ্যাপকের আরো একবার বিয়ে করার ইচ্ছে হয়েছিল। স্নেহভাজন ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে ডেকে তাঁর মতামত জানতে চাইলেন। গুরুর এমন মনোভাবে ক্ষুব্ধ হলেন ঈশ্বরচন্দ্র। সরাসরি বললেন, আপনি তো আর বেশি দিন বাঁচবেন না, একটি মেয়ের জীবন নষ্ট করছেন কেন? বৃদ্ধ অধ্যাপক কিন্তু তাঁর অদম্য বাসনা চরিতার্থ করলেন। ক্ষুব্ধ ঈশ্বরচন্দ্র অধ্যাপকের গৃহ থেকে বেরিয়ে এলেন, বললেন, আর কোনোদিন তিনি এ বাড়িতে আসবেন না, জলস্পর্শও করবেন না। বলাবাহুল্য, মেয়েটি কিছুদিনের মধ্যেই বিধবা হয়েছিল। মনে মনে সংকল্প করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র, মেয়েদের এই দুর্দশা থেকে রক্ষা করতেই হবে। লাইব্রেরিতে দিনরাত বইয়ের মধ্যে ডুবে থেকে অবশেষে প্রতিকারের পথও খুঁজে পেলেন একদিন। বিধবার বিয়ে যে অবৈধ কিছু নয়, তা শাস্ত্রতেও বলা আছে। 'বিধবাবিবাহ' প্রথম খন্ড লিখে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন। চারদিকে হৈ চৈ প'ড়ে গেল। বিধবাবিবাহকে আইনসম্মত করার আবেদনের খসড়া তৈরি হ'লো। এক হাজার স্বাক্ষর সংগৃহীত হ'লো। বিরোধীরাও উল্টো দিকে প্রায় তেত্রিশ হাজার সই জুটিয়ে ফেললো। তবে শেষপর্যন্ত বিদ্যাসাগরেরই জয় হ'লো। পাশ হয়ে গেল বিধবাবিবাহের আইন। বিধবাবিবাহে সম্মত হ'লেন পাত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। সুকিয়া স্ট্রিটে সেদিন যেন এক জাতীয় উৎসব। পাত্রকে দেখবার জন্য রাস্তায় বিরাট ভীড়। পুলিশ মোতায়েন করতে হয়েছে। ভীড়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে বরের পালকি। পাত্রকে ভরসা দিতে পালকির পাশে পাশে চলেছেন বিদ্যাসাগরের বন্ধুরা। নবনীতা দেবসেনের 'ধন্য দাদু' কবিতাটি মনে পড়ছে :

আহা, বিধবা বিবাহ যদি
থাকতো বারণ
হায়, আমার তাহলে আর
হতো না জনম!

ভাগ্যে আইন বানিয়েছিলে
বালবিধবার বিয়ে দিলে
তাই তো আমার মা জননীর
মা হবার কারণ।

নইলে হয়ে 'কড়ে-রাঁড়ী'
থাকতো পড়ে বাপের বাড়ি
বদলে যেত স্বপ্ন, স্মৃতি
জীবন ধারণ।

আহা, বিধবার বিয়ে যদি
না হতো চারণ।

ধন্য দাদু, আমার তুমিই
জন্মের কারণ।।

বিদ্যাসাগরকে নিয়ে লেখা পূর্ণেন্দু পাত্রীর 'এক যে ছিল বিদ্যাসাগর' কবিতাটি মনে রয়ে গেছে আজো :

এক যে ছিল বিদ্যাসাগর
ভীষণ বাজে লোক
বলতো কিনা বিধবাদের
আবার বিয়ে হোক?

এক যে ছিল বিদ্যাসাগর
দেখতে এলেবেলে
চাইতো কিনা লেখাপড়া
শিখুক মেয়ে, ছেলে?

এক যে ছিল বিদ্যাসাগর
দেমাকধারী ধাত্
সাহেব যদি জুতো দেখায়
বদলা তৎক্ষণাৎ।

এক যে ছিল বিদ্যাসাগর
বুদ্ধিশুদ্ধি কই?
লিখেই চলে লিখেই চলে
শিশুপাঠ্য বই।

এক যে ছিল বিদ্যাসাগর
কপালে তার গেরো
ওষুধ দিয়ে বাঁচায় কিনা
গরীব-গুর্বোদেরও?

এক যে ছিল বিদ্যাসাগর
মগজটা কি ফাঁকা?
যে-যেখানে বিপন্ন তাঁর
জোগানো চাই টাকা?

সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের এই লাইনই বা ভুলি কীভাবে : 'শব্দ যিনি শিখিয়েছিলেন তাকে আমি শব্দ লিখে কি করে বোঝাবো।' কিংবা সামসুল হকের এই পংক্তিগুলি : 'তুমি গোপালকে বড়ো ভালোবাসতে / যেমন করেই হোক দামোদর পার হয়ে / গোপালের কাঁধে হাত রাখো'।

ছোটবেলায় পড়েছি, ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে মা বিদ্যাসাগরকে বাড়ি আসতে লিখেছিলেন। কিন্তু কলেজ ছুটি দিতে চাইছে না। বিদ্যাসাগর কর্তৃপক্ষকে স্পষ্ট জানালেন, ছুটি না মিললে চাকরি ছেড়ে দিয়ে যাবেন, কারণ মায়ের ডাক তিনি উপেক্ষা করতে পারবেন না। অগত্যা তাঁর জেদের কাছে হার মানতে হয়েছিল কলেজ কর্তৃপক্ষকে। কিন্তু ছুটি শেষ পর্যন্ত মিললেও দামোদরের তীরের এসে দেখলেন বর্ষার উদ্দাম নদীতে কোনো মাঝি নৌকো চালাতে রাজি নয়। শেষপর্যন্ত সাঁতরে তিনি নাকি দামোদর পার হয়েছিলেন! একবার কৃত্তিবাস পত্রিকায় কবি অরবিন্দ গুহের একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। এই অরবিন্দ গুহ 'ইন্দ্রমিত্র' ছদ্মনামে *করুণাসাগর বিদ্যাসাগর* বইটি লিখেছিলেন। লেখাটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল দেশ পত্রিকায়। গবেষণাধর্মী লেখাটিতে বিদ্যাসাগরের সম্পর্কে চালু কয়েকটি ঘটনার অসত্যতা তিনি প্রমাণ করেছিলেন। বইটির জন্য তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছিলেন। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন বিদ্যাসাগরের দামোদর সাঁতরে পার হওয়ার ঘটনাটি সম্পূর্ণ বানানো একটি ব্যাপার। বলেছিলেন : 'বিদ্যণসাগর ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে মায়ের ডাকে সাঁতরে দামোদর পেরিয়েছিলেন,এ-রকম বলা হয়ে থাকে। তা, যাঁর বিয়েতে তিনি এমন এক দুঃসাহসিক কাজ করলেন , সেই ভাই জানবেন না? তাঁর সেই ভাই তো একটি বইও লিখেছিলেন। সেখানে তিনি স্পষ্ট বলেছেন, এ-রকম কোনো ঘটনা ঘটেনি।' বড়ো মানুষদের নিয়ে সত্যিমিথ্যে মেশানো অনেক গল্প ছড়িয়ে থাকে সমাজে। আমরা বরং শঙ্খ ঘোষের কথাটিকে ভেবে দেখতে পারি : 'এসব গল্পের মধ্য দিয়ে বোঝা যায় অন্তত, দেশ কীভাবে তাঁকে দেখেছিল একদিন।'

বস্তুতঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এত বড় ও আমরা এত ছোট, তিনি এত সোজা ও আমরা এত বাঁকা, যে তাঁহার নামগ্রহণ আমাদের পক্ষে বিষম আস্পর্ধার কথা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। ..আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব ড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ গ্রন্থ একখানি সন্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা আতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন; এবং এই যে বাঙ্গালীত্ব লইয়া অহোরাত্র আস্ফানলন করিয়া থাকি তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। ...বাস্তবিকই বিদ্যাসাগরের উন্নত সুদৃঢ় চরিত্রে যাহা মেরুদণ্ড, সাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্রে তাহার একান্তই অসদ্ভাব। ...সরল, উন্নত, জীবন্ত মনুষ্যত্ব লইয়া তিনি শেষ পর্যন্ত স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন; কাহারও সাধ্য হয় নাই, সেই মেরুদণ্ড নমিত করেন।" (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর —রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৯০১)

# Legal Terminology for Land Related Cases

**Compiled by Mojahid Ali**

***Accretion*** (Alluvion) The increase in area of land by deposition of soil upon the shore line of a stream, lake river or sea by the receding water

***Abut*** The place where two parcels of real property touch each other

***Constructive notice*** A notice to a suit which is mailed or published in a newspaper, but it cannot be confirmed whether the concerned party has actually received it or not

***Actual notice*** When the concerned party in a suit directly receives the notice.

***Adeem*** To revoke a will by selling or destroying or giving away the gift item during the lifetime of the testator

***Testator*** The person who makes a "will" of his/her property

***Amicus Curiae*** A person who files a brief or participates in the argument in asuit in which he/she is not one of the litigants

***Appurtenant*** Any right or restriction which goes with a property or real estate such as an easement to gain access across the neighbour's parcel

***Avulsion*** The change in the border of the two properties due to a sudden change in the natural course of stream or river when the boeder is defined by the channel of the waterway Bench A panel of Judges

**Bequeath** The act of giving any asset by the terms of a"will"

***Bequest*** The asset which is bequeathed by a "will"

***Chain of title*** The succession of title ownership to real property from the present owner back to the original owner at some distant time (it includs registered deeds, certificate of death of a tenant, foreclosure and judgement of a lawsuit)

***Codefendant*** When more than one person is sued in one lawsuit, each person sued is called a codefendant

***Codicil*** A written amendment to a person's 'Will' which must be dated, signed and witnessed just as a will would be and must make some reference to the will it amends. A Codicil can add to, subtract from or modify the terms of the original will. When the person dies, both the original will and the Codicil are submitted for approval (probate) by the court

***Collateral descendant*** A person descended from a brother of his/her ancestor. E.g. cousin, niece, nephew, aunt or uncle

***Condominium*** Title to a unit of property which includs parking, elevators, outside hallways, recreation and landscaped area in an apartment, office, store. The owner of condominium owns a common tenancy with other owners

***Consent decree*** An order of a Judge based upon an agreement put in writing by and between the parties to a lawsuit.(It cannot be appealed unless it was based upon fraud by one of the parties, mutual mistake or if the court does not have jurisdiction over the case. Such a decree is final)

***Covenant*** A promise in a written contract or a deed of Real property guaranteeing the ownership (title) to joint use of an easement for access to Real property

***Decree*** In general synonymous with Judgement. (The term Decree is preferred in cases of probates of Estates, domestic relation (divorce), court Rulings ordering or prohibiting certains acts)

***Defeasance*** A document which terminates the effect of an existing writing such as deed, bond or contract if such an event occurs

***Devolution*** The transfer of title to real property by the automatic oparation of law.E.g. inheritence of property

***Dominant estate*** In real estate, the property retained when the ownership splits of by way of conveying part of the property to another party but retains some rights such as an easement for access

***Escheat*** The forfeit by the State of all the movable and immovable property when it appears certain that there are no heirs, descendants or named beneficiaries to take the property upon the death of the last known owner

***ex parte*** Hearing or orders granted on the request of and for the benefit of one party only. This is an exception to the basic rule of court procedure that both parties must be present at any argument before a juege. Ex part matters are usually temporaryorders (like restraining order or temporary custody) pending the final hearing

***Executor*** The person appointed to administer the Estate of a person who has died leaving a will which nominates that person. Duties of the Executor include protecting the estate, obtaining information in regard to all the beneficiaries named in the will collecting and arranging for payment of debts of the estate, making sure that estate taxes are calculated.

***Half blood*** Sharing one parent only. E.g. half brother or half sister

***Hostile possession*** Forcible occupancy of a piece of a real property coupled with a claim of ownership by actions such as putting in a fence over holder of the recorded title.(It may be a case of gaining title through long term adverse possession or claiming real estate which has no known owner)

***Inter vivos trust*** A trust created in wtiting by a "Truster or Settlor" during his/her lifetime

***Testamentary trust*** A trust created by virtue of a will. The trust comes into exixtence after the death of the person making the will.

***Interim order*** A temporary order of the court, pending a hearing before the final order to provide immediate relief to one of the parties who is suffering

***Interlocutory decree*** A court judgement which is temporary and not intended to be final until either other matters come before the judge or there is specified passage of time to determine if the intereocutory decree is working to become a final decree

***Intestate*** A situation where a person dies without leaving a valid will,(usually referred to as 'He died intestate')

***Joinder*** The joining together of several lawsuits or several parties all in one lawsuit provided that the legal issues and factual situations are same for all plaintiffs and defendants It requires that one of the parties to one of the lawsuits make a motion to join the suits and the parties in a single case

***Judgement Creditor*** The wining party in a lawsuit who gets the award money by the losing party as decided by the court

***Judgement debtor*** The losing party in a lawsuit who gives award money to the winning party as decided by the court

***Judicial foreclosure*** A judgement by a court in favour of foreclosure (forfeit of a mortgaged property to be sold to pay the debt.

***Landlord's lien*** The right of a landlord to sell ababdoned property left on a rented or leased premises by a former tenant. To exercise this right, the landlord must follow procedures including written notices to the former tenant

***Testament*** A will

***Lawsuit*** A suit

***Causes of Action*** The legal claims within a lawsuit are called Cause of Action

***Letters of Administration (LOA)*** It is a document issued by a court stating the authority of the Administrator of a Estate of a person who has died. In cases where there is no will or no available executor named by a will, then an executor is appointed by the court during probate of the Estate. Certified copies of this letter are often required by banks, stock transfer agents or other courts before transfer of money or assets of the person who has died leaving behind those assets

***Lineal descendants*** A person who is in direct line to an ancestor, such as child or grandchild and so on

***Minor*** Someone under legal age which is generally 18 years

***Mirror will*** The wills of a husband and wife which are identical except that each leaves the same gift to the other and each names the other as executor

***Notary public*** A person authorised by the Sate to administer oaths, take acknowledements and certifying documents

***Perjury*** The act of intentionally lying after being duety sworn by a notary public

***Permanent injunction*** A final order of a court that a person refrain from certain activites permanently or take certain action. (it is distinguished from a preliminary injunction which the court issues pending the outcome of a lawsuit asking for permanent injunction)

***Plaintiff*** The party who initiates the lawsuit by filing a complaint in a court against another party .(The another party is called Defendant)

***Probate*** The process of proving will "valid" and thereafter administering the Estate (property) of a dead person according to the terms of the will. The first steep is to file the will for approval at the court along with the petition to appoint the executor named in the will.

***Putative will*** It is a will that apparently seems to be a final will, but a latter will is found that revokes it and shows that the pultative will was not the last will of the deceased person

***Quasijudicial Proceeding*** The proceeding undertaken by an authority or an officer discharging some of the functions of a civil court but it does not include "contempt of court"

***Quitclaim deed*** A real property deed which transfers only interest but not the title of the property ROR cannot be corrected on the basis of such deeds

***Real property*** All land and structure firmly attached to it, integrated equipments, anything grown on the land and all interest in the property including the right to acquire the property in future

***Real Estate*** Same as real property with the exception that it does not include the right to acquire the property in future

***Realty*** Real Estate

***Receiver*** A neutral person (often a trustee) appointed by a court in a lawsuit to take custody of the property, business, rent or profit of the property of a person who is deeply in debt (or has becme an insolvent) to pay up the loans to the creditors

***Redemption*** Buying back property by repaying the loan and interest and other obligations, if any

***Res-judicata*** It means "the thing has been judged" i.e. the issue before the court has already been decided by another court and between the same parties. The court will dismiss the case before it as being useless.

***Rescind*** To cancel a contract and put the parties back to the position as if the contract had not existed, both parties rescind a contract by multual agreement

***Reapondent & Appellant*** In appeal cases the party who files an appeal in a court is called an Appellant and the other party against whom appeal has been filed is called Respondent

***Testator*** A person who has written a "will" which will come into effect after the his/her death

***Testimony*** Oral evidence given under oath by a witness in answer to questions posed by attorneys at trial or at a deposition

***Title*** Ownership of Real property evidenced by a deed, judgement of distribution from an Estate or other appropriate document recorded in the public records

***Trial court*** The court which holds the original trial, as distinguished from a court of appeals.

***Ultra vires*** It means "beyond powers"

***Vacate***1. To set aside or annul an order or judgement. 2. To move out of a real Estate and cease to occupy it any longer

***Vendor*** A seller, partcularly of a real property

***Vendee*** A buyer, partcularly of a real property

***Verdict*** This terminology is a remarkable contribution to Jurisprudence by the English people It means the decision of a jury after a trial, which must be accepted by the trial judge to be final. A judgement by a judge sitting without a jury is not a verdict. (Jury is a group of citizens called to hear a trial of a criminal prosecution or a lawsuit, to decide the factual questions of guilt or innocence or to determine which party will be the winner. The jury is sworn to give an honest and fair decision)

# A Brief Note On Conversion Of Land

Dwaipayan Khasnabis

**Legislative legacy and implications of provisions of the Act**: The relevant Section of WBLR Act which makes it compulsory for a raiyat to obtain prior permission for change of mode of use of land was added to the Act by WBLR(Amendment) Act, 1981 with retrospective effcet from 7.8.69 and came into force on 24.3.86

S.4B -This Section puts the obligation on the raiyat to maintain and preserve his land so that its area is not diminished and character is not changed for any purpose other than the purpose for which it was settled except with the permission of the Collector u/s 4C, Provided that any raiyat can plant and grow trees on any land held by him within the ceiling area as applies to him without any prior permission of Collector if such land is not cultivated by any bargadar.

S.4C(1)- A raiyat may apply to the Collector for change of character of land if he desires to use it for any other purpose than which it was originally settled for or for which it was being used or for alteration of mode of use of such land.

Expl: For the purpose of this sub-section, mode of use of land may be residential, commercial, industrial , agriculture excluding plantation of tea, pisciculture, forestry, sericulture, horticulture, public utilities or other use of land.'

S.4C(2) - On receiving such prayer, Collector may after making enquiry as prescribed in R5A of WBLR Rules, 1965, allow such prayer or reject it

But there is provision that if the prayer is for altering the mode of use of a water body, Collector shall not make any order without consulting the appropriate department of the State Government and may depending on each case direct the creation of a compensatory water body.

S.4C(3)- Every order u/s 4C(2) shall specify the date from which such change, conversion or alteration shall take effect.

S.4C(4A)- No approval/permission of any appropriate authority of the State Government or local authority shall be issued in respect of construction of building, permission to conduct any business or activity, etc, unless the permission of the Collector to alter the mode of use of the plot of land or plot of land having water body is obtained.

S.4C(5)-Where any plot of land has been changed without the permission of the Collector, then Collector may direct restoration to original character within a specified time. And the raiyat or lessee, as the case may be, shall be liable to restore the original character and realize the cost from the raiyat/lessee; such cost would be considered a public demand under the Bengal Public Demands Recovery Act, 1913.

S.4C(6)- This provision has been added to the Principal Act vide the WBLR (Amendment) Act, 2010 and came into force on 5.10.2010 and as per this provision, notwithstanding, anything as contained in the previous Sections, where any plot of land not exceeding 0.03 acres in Municipality/Municipal Corporation or 0.08 acress in non-municipal acreas and not having waterbody of any description, has already been converted without prior approval; may be regularized by the Collector on payment of fee. Further Proviso to the Section has been added by the 3rd Amendment Act of 2017 and has come into effect on 7/1/17 and such proviso permits any raiyat to pray for regularizing any change in land use pattern for any area(s) except in case of waterbody and such change may be regularized by the State Government on realization of prescribed fees.

As per notification of the Govt., regularisation of any type would be permitted with cut off date 07/11/17 and vide realization of fees as notified vide notification No. 2221-LP/417/-04-1S(Pt. V) dated 21/06/2018

However vide further Amendent that came into effect on 7/11/17, the scope of regularization for any quantum above 0.03 acress and 0.08 acres has also been brought into the Act and such prayers for area(s) above 0.03/0.08 acres shall be subject to approval of the State Government.

Vide publication of Notification, it has been clarified that for all types of regularization, the cut-off date shall be regularised and pursuant to publication of Rules it has been settled till now that the period for praying for regularization would be till 08/2/2020.

**Powers of Collector as per this Section** - For area(s) upto 10 dec. BL&LRO, for area(s) ranging from 10 dec to 100 dec(1 acre) SDL&LRO has been conferred the power of Collector for conversion from agriculture to non-agriculture and vice versa. For area(s) exceeding 1 acre and for waterbodies, the power of Collector is conferred upon the DL&LRO.

**Receiving of conversion cases :**

1. Upto 10 dec land conversion cases of a raiyat will be received by the respective BL&LRO

2. Conversion prayers relating to land above 10 dec. but below 100 dec. (1 acre) of a raiyat shall be received by the respective SDL&LRO

3. Conversion prayers relating to land above 1 acre and for land(s) of the category of waterbody shall received by the DL&LRO.

4. Prayers will be made in form 1A and/ or 1B depending on whether the purpose the change is from agricultural/ non-agricultural or from waterbody respectively.

5. Prayers for regularization of already converted land within 0.03 acres in urban area and 0.08 acres in rural area shall be made before the BL&LRO who only is empowered to regularize and such prayers shall be in From 1C. Prayers for area(s) exceeding this limit will be made in Form 1D and shall be subject to consideration by the State Govt.

6. Coversion case shall be entered in Receipt Register and that shall be properly maintained.

**Papers to be examined at the time of receiving of conversion cases :**

1. Application in prescribd format alongwith relevant process fee as per order no.4403-LR/3m-135/05 GE(m) dtd.28.12.05(Form 1A for prior permission, Form 1B for waterbody, From 1C for regularzing converted area(s) not exceeding 0.03 acres and/or 0.08 acres respectively in urban and rural areas and Form 1D for regularizing converted areas of any quantum beyond 0.03 and 0.08 acres)

2. Copy of LR ROR/MutationCertificate in favour of the applicant.

3. Copy of up-to date rent receipt.

4. Sketch on mouza-map (part) in triplicate.

5. NOC from local self government (if not received within 30 days it will be presumed there is no objection, similar to ULC)

6. NOC from surrounding plot-owners./in absence Collector may call the adjacent plot owners for hearing

7. Affidavit in prescribed format(in case of compensatory water body)

In cases of prayers of industrial conversion which is proved by a certificate/reference from DIC/WBSIDC/ WBIDC/C&I Deptt/ MSSE&T Deptt, the applicant compulsorily needs to submit EM-1/IEM-1 Registration Certificate and in these cases NOC from WBSEDCL/G.M.D.I.C/WBPCB/NHAI/PWD/Fire & Emergency Service is not mandatory. Also in these cases if NOC from local body is not received within 14 days , it will be presumed that there is no objection

The applicant may prepare the sketch on hard tracing paper showing the surrounding plots and approach road properly.

**Process of disposal :**

Each prayer would be treated as a quasi-judicial proceeding by the assigned Collector and on receipt and after verification with original records, the matter would be enquired as per provision of Rule 5A of WBLR Rules for prayers for conversion and as per Rule 5AA of the said Rule for prayers of regularization of conversion. The enquiries shall be conducted by an assigned officer not below the rank of Revenue Inspector.

Enquiring authority shall conduct the enquiry with special emphasis on the following points:

a) Possession of the land, b) present character or use of the land and whether such use is corrobrative with the land use pattern of the area, c) if there is any necessity of filling/actual filling, the amount of earth required to be excavated/actually excavated, d) deposition of the adjacent plot-owners as to their consent, e) approach road, etc.

It is relevant to add that the report towards quantum of earth required for filling, etc. is not connected to proceeding for disposal of prayer for conversion but may be the source of a proceeding and realization of resources as per provision of MM(R&D) Act, 1957 read with WBMM Rules, 2002.

On receipt of the enquiry report, the applicant will be given notice to appear before the disposing authority with all original documents and pursuant to such hearing (in which Collector may also call any interested party), the proceeding will be disposed of. In cases of regularization 25 times of land revenue of the since converted land is taken as penalty till the Notification dtd.7/8/18, beyond such time penal rate applicable will be as in departmental Circular dtd. 21/6/18 for all forms of regularization.

If the prayer is allowed, certificate allowing conversion will be rendered to the applicant.

If the disposing authority be SDL&LRO , DL& LRO a copy of the certificate shall be sent to the BL&LRO.

Within stipulated time as mentioned in the certificate, the applicant will have to convert the land in question as prayed for and on receiving the report of physical conversion from the appropriate authority, necessary modification of classification will be incorporated in ROR.

As per latest circular, industrial conversion is to be disposed within 30days and nonindustrial conversions within 60 days of receipt of the petition.

The provisions of this Section, however, do not directly apply to the area(s) as specified in East Kolkata wetlands (Conservation and Management) Act, 2005. As per Section 10 of that Act, the Authority prescribed in Sec.3 of the Act is the prescribed authority to examine the merit of each application for change of character /mode of use of land within the East Kolkata Wetlands and if necessary may also inspect the proposed site. On such examination and inspection, the authority concerned may refer the case to L&LR Department to issue necessary order u/s 4C of WBLR Act, 1955. On receipt of formal order from the L&LR Department, the Authority under the EKW(Conservation & Management) Act, 2005 may pass, in such form and with such restrictions and conditions as may be prescribed, order granting sanction for change of character or mode of use of the land.

**Offence and penalties:** Any change, conversation or alteration of mode of use of any land, except in accordance with the provisions of Sec.4C, or any violation of the order of Collector under sub-section (5) of Sec.4C shall be a cognizable and non-bailable offence and shall be punishable with imprisonment for a maximum term of three years or with fine that may extend to Rs. 50,000/or with both.

# ভোট এবং আমরা

সুমিত মুখোপাধ্যায়

গণতন্ত্রের সব থেকে বড় উৎসব হল সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচন প্রক্রিয়া আছে বলেই প্রবল ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ একটু হলেও ইতস্তত করেন। যাঁর হাতে প্রভূত ক্ষমতা, যিনি দন্ডমুন্ডের বিধাতা তিনি নিমেষে হয়ে যান সাধারণ জনগণ। প্রচারের আলো এবং সংবাদমাধ্যম হঠাৎ করেই কোন সাধারণের পিছনে দৌড়তে শুরু করে কারণ তিনি নির্বাচিত। আবার কখনো কোন প্রবল ক্ষমতাশালীকে কোন অকিঞ্চিতকর কাজ করতে দেখা যায় —কারণ তিনি নির্বাচনে পরাজিত। যে সমস্ত দেশে সাধারণ নির্বাচন নেই সেইসব দেশে মানুষের কণ্ঠ অবদমিত না উচ্চকিত সেই আলোচনার মধ্যে না ঢুকে এটুকু বলাই যায় বহু দেশের জনগণ এই ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য দীর্ঘ সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

পরাধীন ভারতবর্ষেও সীমিতভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া বিক্ষিপ্তভাবে চালু হয়েছিল। স্বাধীনতালাভের পরে ১৯৫৩ সালে তৎকালীন নির্বাচন কমিশনার সুকুমার সেনের নজরদারিতে যে নির্বাচন সম্পন্ন হয় তার বহু বিবর্তন হয়েছে এবং আজ সুনীল আরোরার নেতৃত্বে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল তা বহু বিবর্তনের ফলস্বরূপ। ব্যর্থতা, পক্ষপাত এবং সীমাবদ্ধতার অভিযোগ ছিল, আছে এবং থাকবে। কিন্তু প্রতি নির্বাচনেই মানুষের অধিকারকে অর্থাৎ ভোটদানের অধিকারকে সুরক্ষিত করার প্রচেষ্টা যে থাকে এবং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় তা বলার অপেক্ষা রাখে না ।

আমরা কারা? আমি এই আলোচনায় আমাদের কথা অর্থাৎ WBSLRS Grade-I এবং বৃহৎ অর্থে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ সরকারি কর্মচারীদের কথা আলোচনা করব।

নির্বাচন প্রক্রিয়াকে এবং এই প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত কর্মচারীগণ এবং তাদের কার্যপদ্ধতিকে আমরা নিম্নরূপে বিশ্লেষণ করতে পারি:—

Major Decision - এই সিদ্ধান্তগুলি নির্বাচন কমিশন এবং অতি উচ্চ পদে অধিষ্ঠ IAS/IPS cadre এর অফিসার গণ রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে নিয়ে থাকেন। এইখানেই নিয়মাবলী প্রস্তুত করা হয়।

নিয়মাবলী প্রস্তুত হয়ে গেলে তা চলে যায় জেলায় বা রিটার্নিং অফিসারের কাছে প্রয়োগের জন্য। প্রয়োগপর্বেও বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপার থাকে। প্রাথমিকভাবে এই সিদ্ধান্তগুলি R.O. বা A.R.O. রা নিয়ে থাকেন। লোকসভা বা বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে I.A.S. / I.P. S. বা / W.B.C.S. (Exe) / W.B.P.S. Cadre ভুক্ত অফিসারগণ এই পদে দায়িত্ব প্রাপ্ত হন।

নির্বাচনের দিনগুলিতেও কোন বড় সিদ্ধান্ত R.O./A.R.O. রাই নিয়ে থাকেন কিন্তু বেশ কিছু সিদ্ধান্ত সেক্টর অফিসার বা Presiding Officer কেও নিতে হয়। WBSLRS Gr-I এ যাদের নিয়োগ হয় তারা সাধারণত সেক্টর অফিসার বা Presiding Officer এর দায়িত্ব পেয়ে থাকেন। এছাড়াও আমরা বিভিন্নরূপ election Cell এ কর্মরত থাকি।

এরপর আমি আসছি পাওনা এবং বঞ্চনার কথায়। আমরা এবং বাকি অন্যান্য দপ্তরের যারা W.B.C.S. (Exe) Cadre ভুক্ত নন সেই সমস্ত আধিকারিকেরা এবং সমস্ত করণিক গণ এই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বহু পূর্বেই যুক্ত হই। আগে কিছু লোক যুক্ত হত বাকিরা সাধারণ নৈমিত্তিক কার্য্যে লিপ্ত থাকত। নির্বাচনের দিনে তারা বুথে ভোটগ্রহণ করতে যেত, কিন্তু দিনের পর দিন যেভাবে কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে তাতে এখন প্রায় সকল কর্মচারীকেই একাধিক কার্য্যে, কর্তৃপক্ষের খেয়ালখুশি অনুযায়ী মাসাধিক কাল অতিরিক্ত সময় অফিসে থাকতে হয়। Nomination শুরু হবার অন্তত দেড় মাস আগে থাকতে অধিকাংশ শনি রবিবার বা ছুটির দিন অফিসে আসতে হয়। অফিসের দিনগুলিতে রাত্রি আটটা নটার আগে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। অধুনা নির্বাচনের মাসাধিককাল আগে এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক আক্ষেপ করলেন 'সন্ধ্যা ৭টার অফিসটা যেন সাহারা মরুভূমি'। ভাবনা চিন্তাটা কোন পর্যায়ে যাচ্ছে অনুভব করলে শিহরণ লাগে। এতো গেল কাজের কথায় এবার আসি পাওনার কথায়। নির্বাচনে কাজ করার জন্য কর্মীরা (বুথ ডিউটি বাদে) কত টাকা পাবে তা বোধ হয় ইচ্ছা করেই নির্দিষ্ট করা হয় না। বিভিন্ন জেলায় এই টাকার পরিমাণ বিভিন্ন রকম। কোন জেলায় কমিশনিং (EVM Commissioning) এ টাকা বেশী তো কোথাও Ballot Paper Printing এ। আবার ২০১৬ সালে যে জেলায় EVM Commissioning এ বেশী টাকা দেওয়া হয়েছিল এবারে অর্থাৎ ২০১৯ সালে সেখানে সেই খাতে কম টাকা দেওয়া হয়েছে। কোন না কোন জেলায় নির্বাচন মিটে যাবার বহু দিন বাদেও সেই টাকার পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হয় না, কোন

কোন জেলাতে সান্ধ্যকালীন টিফিন /খাবার বরাদ্দেও দেখা যায় কৃপণতার নিদর্শন। আর বেশ কিছু জায়গায় কর্তৃপক্ষের ভাবখানা এমন যেন আমরা 'Food for Work Programme' এ নিযুক্ত। যাই হোক যদি কেউ নির্বাচনের তিন মাস আগে থেকে গননার দিন পর্যন্ত সমস্ত দিনগুলিতে বিভিন্ন ন্যস্ত দায়িত্ব প্রতিপালন করে থাকে তাহলে মাসিক বেতন বাদে আনুমানিক পাঁচ হাজার টাকা প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে WBCS(Exe) Cadre এবং IAS অফিসারেরা যারা নির্বাচন কার্য্যে যুক্ত হ তারা এক মাসের বেসিক পে যা ৩০,০০০ থেকে ৮০,০০০টাকা তা পেয়ে থাকেন। অবশ্যই তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য বেশী। কিন্তু কতটা? এবার আসি ভোটাধিকার প্রয়োগের কথায় । নির্বাচন কার্য্যে নিযুক্ত সরকারি কর্মচারী গণের যে ভোটদানের অধিকার আছে সেটার ব্যাপারেও নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত উচ্চ আধিকারিকদের উদাসীনতা লক্ষ্যনীয়। সাধারণ নাগরিকের ভোটদানের অধিকারকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে তারা যে রণসাজে সজ্জিত হবার ভাব প্রদর্শন করে থাকেন সাধারণ কর্মচারীর ক্ষেত্রে ততোধিক উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ কর্মচারীগণ ভোট দেন PB বা EDC র মাধ্যমে। বহু কর্মচারীর মনের মধ্যে গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হবার প্রবল ভয় কাজ করে, Postal Ballot এর ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সেই ভীতি দূর করার কোন প্রচেষ্টা থাকে না। এছাড়াও বহু ক্ষেত্রে PB বা EDC issue করা হয় না বা সেই কর্মচারী PB বা EDC নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত হন না। ২০১৯ সালে বেশ কিছু জেলায় বহু সরকারি কর্মচারী ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেননি। একটি বিদ্যুতিন গণমাধ্যমে সেই সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল । এর পিছনে বৃহত্তর রাজনৈতিক চক্রান্তের কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এবার আসি সরকারি কর্মচারীদের একটি গোষ্ঠী রূপে কল্পনা করে তা মূল্যায়ণের প্রসঙ্গে। এখানে সরকারি কর্মচারী বলতে সরকারের কর্মচারী এবং তার পরিবার, শিক্ষক সমাজ ও শিক্ষাকর্মীরা (পরিবার সহ) অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ও তাদের পরিবার এই সকলকে একটি গোষ্ঠী হিসাবে কল্পনা করলে আলোচনার সুবিধা হবে। অর্থাৎ যারা DA বা Pay Commission এই সমস্ত সরকারি আর্থিক সুবিধা ঘোষণার উপর নির্ভরশীল তাদেরকে একটি গোষ্ঠী রূপে ধরে নেওয়া হল।

যখন নিজে সরকারি কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হইনি তার আগে থেকে শুনতাম ভোটের আগে উপঢৌকন হিসাবে সরকারী কর্মচারীদের DA দেওয়া হত। সেই নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে উষ্মাও প্রকাশ করা হত। সরকারের বেহাল অর্থনীতি পর্যালোচনা করে বলা হত ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল সরকারি কোষাগারের তোয়াক্কা না করে ভোট ক্রয় করছে। এই পর্যায়ে পাওনা বা পাওয়ার অধিকার নিয়ে আলোচনা করছি না। ।

কালের সঙ্গে সবই পরিবর্তনশীল। ধীরে ধীরে সরকারি কর্মচারীর সংখ্যা হ্রাস পেতে শুরু করল, ভোটব্যাঙ্ক হিসাবে সরকারি কর্মচারীকে সদর্থক ভাবে বিবেচনার বদলে ওদের নঞর্থক হিসাবে ভাবা হল। বোধ হয় রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এই ভাবনা ঢুকে গেল যে সরকারি কর্মচারীকে DA দিলে সাধারণ মানুষের (সরকারি কর্মচারী ব্যতিরেকে) ভোট বিপক্ষে যাবে। সরকারি কর্মচারীদের সমস্ত অবহেলা করার সমস্ত নিদর্শনকে ছাপিয়ে গেল পশ্চিমবঙ্গ ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে। এই প্রসঙ্গের অবতারণা এই কারণে করলাম ফল বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই প্রেক্ষিত খুব গুরুত্বপূর্ণ।

Postal Ballot এ যত ভোট পড়ে তার মধ্যে কমবেশী ৭০-৮০ শতাংশ সরকারি কর্মচারীর ভোট, বাকি ২০-৩০ শতাংশ driver, Contractual staff এ দের ভোট।

মানুষ যখন ভোট দেয় তার মধ্যে একটা নয় বিভিন্ন রকম বিবেচনা বোধ কাজ করে। যখন কোন একটি বোধ প্রবল হয় তখন অন্যান্য ভাবনা তাকে বিরত করতে পারে না এবং সেই বোধের বলবর্তী হয়ে মানুষ কাজ করে। একটু বাদে বিশ্লেষণে আসছি। প্রথম দেখে নেওয়া যাক ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে Postal ballot এর নিরিখে কোন দল কত ভোট পেয়েছে। সাথে সাথে দেখে নেওয়া যাক লোকসভা কেন্দ্র অনুযায়ী বিভিন্ন প্রধান রাজনৈতিক দলের ভোট প্রাপ্তির তালিকা। তালিকা দুটির দিকে তাকালে কয়েকটি তথ্য উঠে আসে :-

১। রাজ্যের ৪২টি লোকসভা আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হয়েছে ২২টি আসনে অথচ Postal balot এ তারা জয়ী হয়েছে দুটি আসনে -

কলকাতা দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ৯৩১ টি ভোট, বিজেপি পেয়েছে ৮৪১ টি ভোট এবং বামফ্রন্ট ৫০৫ টি ভোট।

রায়গঞ্জ কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ১৮০৯টি ভোট, বিজেপি ১৭৯০টি ভোট এবং বামেরা ৭২৫টি ভোট।

সামগ্রিকভাবে মোট Postal ballot এর মধ্যে তৃণমূল পেয়েছি ২৫৭৯১টি ভোট অর্থাৎ মোট বৈধ Postal ballot এর ২৩.৬ শতাংশ এবং বিজেপি পেয়েছে ৬৮৩৯৮টি ভোট অর্থাৎ মোট বৈধ Postal ballot এর ৬২.৬ শতাংশ এবং বামেরা পেয়েছে ৮৬০৩টি ভোট অর্থাৎ মোট বৈধ Postal Ballot এর ৭.৮ শতাংশ ভোট। পরের পাতায় টেবিলগুলি লক্ষ্য করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

# West Bengal (WB) Lok Sabha Election 2019 Results & updates

| State | Party | Number of Seas |
|---|---|---|
| West Bengal | All India Trinamool Congress | 22 |
| West Bengal | Bharatiya Janata Party | 18 |
| West Bengal | Indian National Congress | 2 |

| Name of State/ UT | Parliamentary Constituency | Winner | Party | Total votes | % of votes | Runner Up | Party | Total votes | % of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Bengal | Alipurdurars | John Barla | Bharatiya Janata Party | 750804 | 54.4 | Dasrath Tirkey | All India Trinamool Congress | 506815 | 36.72 |
| West Bengal | Arambagh | Aparupa Podder (Afrin Ali) | All India Trinamool Congerss | 649929 | 44.15 | Tapan Kumar Roy | Bharatiya Janata Party | 648787 | 44.08 |
| West Bengal | Asansol | Babul Supriyo | Bharatiya Janata Party | 633378 | 51.16 | Moon Moon Sen | All India Trinamool Congress | 435741 | 35.19 |
| West Bengal | Balurghat | Sukanta Majumder | Bharatiya Janata Party | 539317 | 45.02 | Arpita Ghosh | All India Trinamool Congress | 506024 | 42.24 |
| West Bengal | Baharampur | Adhir Ranjan Chowdhury | Indian National Congress | 591106 | 45.47 | Apurba Sarkar (David) | All India Trinamool Congress | 510410 | 39.26 |
| West Bengal | Bangaon | ShantanuThakur | Bharatiya Janata Party | 687622 | 48.85 | MamataThakur | All India Trinamool Congress | 576028 | 40.92 |
| West Bengal | Bankura | Dr.Subhas Sarkar | Bharatiya Janata Party | 675319 | 49.23 | Subrata Mukherjee | All India Trinamool Congress | 500986 | 36.52 |
| West Bengal | Bardhaman Durgapur | S.S Ahluwalla | Bharatiya Janata Party | 598376 | 41.76 | Dr. Mamtaz Sanghamita | All India Trinamool Congress | 595937 | 41.59 |
| West Bengal | Barasat | Dr.Kakoli Ghoshdastid | All India Ttrinamool Congress | 648084 | 46.47 | Mrinal Kanti Debnath | Bharatiya Janata Party | 538101 | 38.58 |
| West Bengal | Bardhaman Purba | Sunil Kumar Mondal | All India Trinamool Congress | 640834 | 44.52 | Paresh Chandra Das | Bharatiya Janata Party | 551523 | 38.32 |
| West Bengal | Barrackpur | Arjun Sing | Bharatiya janata Party | 472994 | 42.82 | Dinesh Trivedi | All India Trinamool Congress | 458137 | 41.48 |
| West Bengal | Basirhat | Nusrat Jahan Ruhi | All India Trinamool Congress | 782078 | 54.56 | Sayantan Basu | Bharatiya Janata Party | 431709 | 30.12 |
| West Bengal | Birbhum | Satabdi Roy | All India Trinamool Congress | 654077 | 45.13 | Dudh Kumar Mondal | Bharatiya Janta Party | 565153 | 38.99 |

| Name of State/ UT | Parliamentary Constituency | Winner | Party | Total votes | % of votes | Runner Up | Party | Total votes | % of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Bengal | Bishnupur | Khan Saumitra | Bharatiya Janata Party | 657019 | 46.25 | Shyamal Santra | All India Trinamool Congress | 578972 | 40.75 |
| West Bengal | Bolpur | Ashit Kumar Pal | All India Trinamool Congress | 699171 | 47.85 | Das Ramprasad | Bharatiya JanataParty | 592769 | 40.57 |
| West Bengal | Cooch Behar | Nitish Pramanik | Bharatiya Janata Party | 731594 | 47.98 | Adhikary Paresh Chandra | All India Trinamool Congress | 677363 | 44.43 |
| West Bengal | Darjeeling | Raju Bista | Bharatiya Janata Party | 75006 | 759.19 | Amar Singh Rai | All India Trinamool Congress | 336624 | 26.56 |
| West Bengal | DimonodHarbour | Abhishek Banerjee | All India Tranamool Congress | 79112 | 756.15 | Nilanjan Roy | Bharatiya Janata Part | 470533 | 33.39 |
| West Bengal | Dum Dum | Sougata Roy | All India Trinamool Congress | 51206 | 242.51 | Samik Bhattacharya | Bharatiya Janata Party | 459060 | 38.11 |
| West Bengal | Ghatal | Adhikari Deepak (Dev) | All India Trinamool Congress | 717959 | 48.22 | Bharat Ghosh | Bharatiya Janata Party | 609986 | 40.97 |
| West Bengal | Hooghly | Locket Chatterjee | Bharatiya Janata Party Congress | 67144 | 846.06 | Dr.Ratna De (Nag) | All India Trinamool | 598086 | 41.03 |
| West Bangal | Howrah | Prasun Banerjee | All India Trinamool Congress | 57671 | 147.18 | Rantidev Sengupta | Bharatiya Janata Party | 473016 | 38.7 |
| West Bengal | Jadavpur | Mimi Chakraborty | All India Trinamool Congress | 68847 | 247.92 | Anupam Hazra | Bharatiya Janata Party | 393233 | 27.37 |
| West Bengal | Jalpaiguri | Dr.JayantaKumar Roy | Bharatiya Janata Party | 76014 | 550.65 | Bijoy Chandra Barman | All India Trinamool Congress | 576141 | 38.39 |
| West Bengal | Jangipur | Khalilkur Rahaman | All India Trinamool Congress | 56283 | 843.15 | Mufuja Khatun | Bharatiya Janata Party | 317056 | 24.3 |
| West Bengal | Jhargram | Kunar Hembrsm | Bharatiya Janata Party | 62658 | 344.56 | Birbaha Saren | All Indi Trinamool Congress | 614816 | 43.72 |
| West Bengal | Joynagar | Pratima Mondal | All India Trinamool Congress | 76120 | 256.13 | Dr. Ashok Kandary | Bharatiya Janata Party | 444427 | 32.77 |
| West Bengal | Kanthi | Adhikari Sisir | All India Trinamool | 71187 | 249.98 | Dr. Dabashis Samanmta | Bharaiy Janata Party Congress | 600204 | 42.14 |
| West Bengal | Kolkata Dakshin | Mala Roy | All India Trinamool Congress | 5731 | 1947.5 | Chandra Kumar Bose | Bharatiya Janata Party | 417927 | |

| Name of State/ UT | Parliamentary Constituency | Winner | Party | Total votes | % of votes | Runner Up | Party | Total votes | % of votes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| West Bengal | kolkata Uttar | Bandyopadhaya Sudip | All India Trinamool Congress | 47489 | 149.96 | Rahul (Biswajit) Sinha | Bharatiya Janata Party | 347796 | 36.59 |
| West Bengal | Krishnanagar | Mahua Moitra | All India Trinamool Congress | 614872 | 45 | KalyanChaubey | Bharatiya Janata Party | 551654 | 40.37 |
| West Bengal | Maldaha Dakshin (Dalu) | Abu Hasem Khan Chowdhury | Indian National Congress | 444270 | 34.73 | Sreerupa Mitra Chaudhury | Bharatiya Janata Party | 436048 | 34.09 |
| West Bengal | Maldha Uttar | Khagen Murmu | Bharatiya Janata Party | 50952 | 437.61 | Mausam Noor | All India Trinamool Congress | 425236 | 31.39 |
| West Bengal | Mathurapur | Choudhury Mohan Jatua | All India Trinamool Congress | 72682 | 851.84 | Shyamaprasad Halder | Bharatiya Janata Party | 522854 | 37.29 |
| West Bengal | Medinipur | Dilip Ghosh | Bharatiya Janata Party | 68543 | 348.62 | Manas Ranjan Bhunia | All India Trinamool Congress | 596481 | 42.31 |
| West Bengal | Murshidabad | Abu Taher Khan | All India Trinamool Congress | 60434 | 641.57 | Abu Hena, S/O Late Abdus Sattar | Indian National Congress | 377929 | 26 |
| West Bengal | Purulia | Jyotirmay Sing Mahato | Bharatiya Janata Party | 668107 | 49.3 | Dr. Mriganka Mahato | All India Trinamool Congress | 463375 | 34.19 |
| West Bengal | Raiganj | Debasree Chaudhuri | Bharatiya Janata Party | 51165 | 240.06 | AgarwalKanailal | All India Trinamool Congress | 451078 | 35.32 |
| West Bengal | Ranaghat | Jagannath Sarkar | Bharatiya Janatha Party | 783253 | 52.78 | Rupali Biswas | All India Trinamool Congress | 549825 | 37.05 |
| West Bengal | Srerampur | Kalyan Banerjee | All India Trinamool Congress | 63770 | 745.5 | Debjit Sarkar | Bharatiya Janata Party | 539171 | 38.47 |
| West Bengal | Tamluk | Adhikari Dibyendu | All India Trinamool Congress | 724433 | 50.08 | Sidhartashankar Naskar | Bharatiya Janata Party | 534268 | 36.94 |
| West Bengal | Uiuberia | Sajad Ahmed | All India Trinamool Congress | 694945 | 53 | Joy Banerjee | Bharatiya Janata Party | 479586 | 36.58 |

## Constituency Wise Postal Ballot Count

| SI | PC Name | Winner | AITC | BJP | INC | Left | NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alipurduars | BJP | 930 | 3016 | 148 | 151 | 28 |
| 2 | Arambag | AITC | 316 | 1032 | 34 | 147 | 11 |
| 3 | Asansol | BJP | 157 | 651 | 19 | 55 | 15 |
| 4 | Baharampur | INC | 524 | 1807 | 1526 | 20 | 14 |
| 5 | Balurghat | BJP | 561 | 1740 | 85 | 73 | 11 |
| 6 | Bangon | BJP | 646 | 2385 | 66 | 126 | 17 |
| 7 | Bankura | BJP | 864 | 3117 | 0 | 268 | 32 |
| 8 | Barasat | AITC | 625 | 1180 | 41 | 251 | 32 |
| 9 | Bardhaman Durgapur | BJP | 326 | 926 | 35 | 226 | 14 |
| 10 | Bardaman Purba | AITC | 344 | 852 | 46 | 152 | 13 |
| 11 | Barrackpur | BJP | 267 | 1504 | 32 | 102 | 20 |
| 12 | Basirhat | AITC | 158 | 604 | 46 | 38 | 4 |
| 13 | Birbhum | AITC | 651 | 1438 | 95 | 50 | 11 |
| 14 | Bishnupur | BJP | 412 | 2115 | 72 | 117 | 22 |
| 15 | Bolpur | AITC | 730 | 1324 | 107 | 133 | 13 |
| 16 | Coach behar | BJP | 1024 | 2560 | 128 | 162 | 20 |
| 17 | Darjeeling | BJP | 831 | 5410 | 442 | 78 | 64 |
| 18 | Diamond Harbour | AITC | 402 | 486 | 9 | 108 | 5 |
| 19 | Dum dum | AITC | 355 | 790 | 31 | 341 | 25 |
| 20 | Ghatal | AITC | 552 | 1463 | 46 | 117 | 14 |
| 21 | Hooghly | BJP | 604 | 1417 | 45 | 250 | 27 |
| 22 | Howrah | AITC | 212 | 500 | 19 | 126 | 12 |
| 23 | Jadavpurn | AITC | 699 | 623 | 0 | 704 | 25 |
| 24 | Jalpaiguri | BJP | 594 | 2339 | 74 | 112 | 15 |
| 25 | Jangipur | AITC | 320 | 909 | 282 | 51 | 6 |
| 26 | Jhargram | BJP | 1250 | 3210 | 42 | 1250 | 28 |
| 27 | Jaynagar | AITC | 268 | 387 | 12 | 33 | 6 |
| 28 | Kanthi | AITC | 639 | 1588 | 62 | 183 | 8 |
| 29 | Kolkata Dakshin | AITC | 931 | 841 | 82 | 505 | 44 |
| 30 | Kolkata Uttar | AITC | 401 | 489 | 21 | 232 | 12 |
| 31 | Krishnanagar | AITC | 1220 | 3406 | 189 | 206 | 24 |
| 32 | Maldaha Dakshin | INC | 979 | 2045 | 730 | 0 | 19 |
| 33 | Maldaha Uttar | BJP | 719 | 1726 | 305 | 85 | 11 |
| 34 | Mathurapur | AITC | 365 | 587 | 25 | 45 | 6 |
| 35 | Medinipur | BJP | 509 | 2148 | 38 | 87 | 29 |
| 36 | Murshidabad | AITC | 322 | 1064 | 208 | 131 | 13 |
| 37 | Purulia | BJP | 590 | 2091 | 111 | 141 | 18 |
| 38 | Raiganj | BJP | 1809 | 1790 | 202 | 725 | 2 |
| 39 | Ranaghat | BJP | 1089 | 3486 | 119 | 309 | 26 |
| 40 | Srerampur | AITC | 476 | 898 | 35 | 231 | 15 |
| 41 | Tamluk | AITC | 792 | 1424 | 47 | 267 | 20 |
| 42 | Uluberia | AITC | 328 | 570 | 13 | 165 | 4 |
| | Total | | 25791 | 68398 | 5670 | 8603 | 759 |

২। মোট ১৮টি কেন্দ্রে জয় পরাজয়ের ব্যবধান এক লক্ষের কম। বিধানসভা ধরে বিশ্লেষণ করলে প্রায় দুই শতাধিক কেন্দ্রে বিজয়ী এবং বিজিতের ব্যবধান ১০হাজার বা তার চেয়ে কম। আগেও বলেছি যে Postal ballot এর মধ্যে প্রায় ২০-৩০ শতাংশ ভোটার সরকারি কর্মচারী নয়। যদিও সাযুজ্য টানা মুশকিল এবং সরকারি কর্মচারীদের বৃহত্তর অংশ EDC মাধ্যমে ভোট দিয়েছে কিন্তু এটা বোধহয় অতি উক্তি হবে না যে ১০ শতাংশ সরকারি কর্মীও তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেননি। এক্ষেত্রে বঞ্চনার ধারাবাহিকতা সরকারি কর্মীকে অন্য কিছু ভাবতে দেয় নি। সাংগঠনিকভাবে আজও বিজেপি প্রভাবিত কর্মচারি সংগঠন প্রায় অস্তিত্বহীন। বাম এবং তৃণমূল প্রভাবিত সংগঠনের সদস্য সংখ্যাই বেশী। এছাড়া রয়েছে আমাদের মতন বেশ কিছু রাজনৈতিক দল নিরপেক্ষ সংগঠন। বলাই বাহুল্য আমাদেরকে বাদ দিলেও রাজনৈতিক পক্ষপাত যুক্ত সংগঠন গুলিও তার ভোট সুনিশ্চিত করতে পারেনি। প্রসঙ্গত এটাও স্পষ্ট যে ধর্মের বেড়াজাল এই ক্ষেত্রে কাজ করেনি।

এতক্ষণে পরিষ্কার হল যে সরকারি কর্মচারীরা কোনরূপ আহ্বান ছাড়া একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে সংগঠিত ভাবে ভোট দিয়েছে ।

কেন দিয়েছে? এর ব্যাখ্যাতে না গিয়ে আগামী ২০২১ সালে বিধানসসভা নির্বাচনে এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে কি হতে পারে তার বিশ্লেষণে আসছি।

বিধানসভা নির্বাচনে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বিজয়ী প্রার্থী তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে ১০০০০ ভোটের বেশী ব্যবধানে পরাস্ত করতে সক্ষম হন না। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে অন্তত শ দুয়েক আসনে এই ধারা লক্ষ্য করা যায়।

বর্তমান সাধারণ কর্মচারী, শিক্ষক, পঞ্চায়েত, পৌরসভা এবং শিক্ষাকর্মীদের মিলিত সংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ। পেনশনভোগীর সংখ্যা প্রায় আট (৮) লক্ষ। এই মোট কুড়ি (২০) লক্ষ লোকের আয়ের উপর নির্ভরশীল ভোটারের সংখ্যা প্রায় ৮০ লক্ষ। অর্থাৎ প্রতিটি বিধানসভা অঞ্চলে আনুমানিক ৩০০০০ লোক বসবাস করে যারা রাজ্য সরকারের DA বা Pay Commission ঘোষণার উপর নির্ভরশীল। যদি এই ৩০০০০ ভোট একত্রে কোন প্রার্থী পায় তার বিজয়রথ থামানো খুব মুশকিল। এবারের লোকসভা নির্বাচন তার সাক্ষী।

এই ভোটের ফল সোচ্চারে জানান দিয়েছে যে সরকারি কর্মচারীগণ মিলিত ভাবে এক বিরাট শক্তি। এ তো গেল প্রত্যক্ষ প্রভাব। এরপর আসি পরোক্ষ প্রভাবে। সমাজে সাধারণ শিক্ষিত মানুষের মধ্যে সরকারি কর্মচারীরাও গণ্য হন। মাঠে, ঘাটে, ট্রেনে বাসে, বাজারে এবং সর্বত্র তাদের প্রতি বঞ্চনা সমাজে বহু ক্ষেত্রের মানুষকে আজ ছুঁয়ে যায়। তাদের ভাবনাকেও প্রভাবিত করতে পারে সরকারি কর্মচারীগণ। এবং এই নির্বাচনে তা পরিলক্ষিত।

আগামী নির্বাচনে রাজনৈতিকদলগুলি কি রণকৌশল গ্রহণ করে এখন তা লক্ষ্যনীয়।

## আবেদন

ভূমিবার্তা সম্পাদকমন্ডলীর পক্ষ থেকে সকল সদস্যবন্ধুদের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে আপনারা ভূমিবার্তার আগামী সংখ্যাগুলিতে ছাপানোর উপযোগী লেখা পাঠান। সমিতির মুখপত্রকে আপনাদেরই মূল্যবান ও চিত্তাকর্ষক লেখা দিয়ে সমৃদ্ধ করে তুলুন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : anindya.bsws@gmail.com

## Corrigendum for the September - December Edition, 2018

**[1] In page no.23 under the heading "collection From Brick Fields" the "Notification No. EN/761/T-II-1/023/2005 dated 02/04/2012 of the Deptt. of Environment, Govt. of W.B." appearing in the fifth line to be substituted by "Notification No. 620-EN/1W-11/2015 dated 15.03.2018 of the Deptt.of Environment, Govt.of W.B [w.e.f. 16.04.18]"**

**[2] In page no.23 under the heading "Collection From Brick Fields" the table for CtE and CtO fee structure to be substitued by the following table,**

### Fee Structure

| Capital investment on Land building, plant & machinery (without depreciation) excluding capital investment on pollution control equipment | Free for CtE (in Rs.) | Free for CtO For 5 years (in Rs.) |
|---|---|---|
| Upto 5 lakhs | 450.00 | 4000.00 |
| Above 5 lakh to 10 lakh | 800.00 | 9500.00 |
| Above 10 lakh to 25 lakh | 1650.00 | 13750.00 |

**[3] In page no.24 under the heading "Assumptions"and "Computation of CtO fees" the following Assumptions and Table are to be substituted,**

Assumptions :-
Period for CtO = 03 years
Capital Investment =7.5 lakh
CtO fee = Rs. 9500.00 [ @ Rs. 1900.00 per year]
CtO fee = Rs. 1300.00 [ per year - prior to 16.04.2016
Previous CtO Expired on = 20.12.2015

**Computation of CtO fees :-**

| **Defaulting years** | **Applied years** | **CtO fees** | **penalty** | **Total** |
|---|---|---|---|---|
| 21.12.2015 - 20.12.2016 | -- | 1300.00 | 130.00 | 1430.00 |
| 21.12.2016 - 20.12.2017 | -- | 1300.00 | 130.00 | 1430.00 |
| 21.12.2017-20.12.2018 | -- | 1900.00 | 190.00 | 2090.00 |
| -- | 21-12.18-20.12.19 | 1900.00 | -- | 1900.00 |
| -- | 21.12.19-20.12.20 | 1900.00 | -- | 1900.00 |
| -- | 21.12.20-20.12.21 | 1900.00 | -- | 1900.00 |
| -- | 21.12.21-20.12.22 | 1900.00 | -- | 1900.00 |
| -- | 21.12.22-20.12.23 | 1900.00 | -- | 1900.00 |
| -- | 21.12.23-31.12.23 | 1900.00 | -- | 1900.00 |
| | **TOTAL** | | | **16350.00** |

**Appendix I**

## West Bengal Land & Land reforms Officers'Association

Ref No. 53/WBLLROA/2018-19 Date : 01.04.2019

To,
The Land Reforms Commissioner &
Principal Secretary, L&LR & RR&R Department
Government of West Bengal

Sub : Restraint upon DM, Darjeeling in adopting to unlawful ways in dealing with Government Officers

Sir,

The Association had previously brought to the knowledge of the Department that the District Magistrate & Collector, Darjellling is adopting to means that are out of any Rule or convention in public Service and then we had referred to the posting order as issued by the District Magistrate, Darjelling in respect of an officer of the cadre of SRO-I, which is against framed policy of the Government in so much that only the Department can issuse order(s) for transfer-posting of these grade of officers. However, we reiterate, that the Association, isued the letter without prejudice to any assertion regarding period of stay in the district of the officer concerned for the Association is completely respectful to the framed policy of the Government and if any concerned officer is serving any particular post/district for long time then the Respective Authority can always address the issue but our submission remained and remains that the appropriate authority should address the issue. Despite such submision on our part, the matter of the said transfer order still remains without any intervention from the designated authority.

While that remained, the District Magistrate & Collector, Darjeeling as also the ADM & DLLRO, Darjeeling has now gone one step further in completely setting aside the provisions of CCA Rules, WBSR, Government Orders etc. in calling over few officers ranging from the category of WBSLRS Gr-I to SRO-I to the chamber of the District Magistrate & Collector in Connection with departmental proceedings as probably alleged to be pending against them (copy of the Notice enclosed).

As per our understanding, eligibility of Contemplation of departmental proceeding against any officer originates from the time the disciplinary authority approves of any primary allegation of commission, omission, etc. The Disciplinary Authority in respect of the grades of the officers as have been called for the hearing is the Land Reforms Commissioner & principal Secretary on behalf of the Governor. We simply submit whether the Chair of the Authoritry concerned has approved proposal for departmental proceeding and if approved, then as per our understanding, hearing may only be called by the respective Inquring Authority as appointed by individual notification in each single case but in absence of such notifications there remains no scope of hearing and thus this notice remains bad in law. Besides, the very approach is also regressive to defence of the Government in future litigations, if raised, for the District Magistrate & Collector as also ADM & DLLRO being supervisory authority have themselves assumed the role of disciplinary authority which only propagates 'bias' against the officers.

Thus, we submit and expect that the letter as issued would be withdrawn and the officers concerned, if found guilty, may be proceeded against following due process of law. Finally, we again submit that the various Authorities in the district of Darjeeling may be made more acquainted with the nuances of Public Administration as also the basic formulations as required to administer Land Reforms and Land Acquisition wings.
Thanking you,

Sincerely yours
Debashis Sengupta
(General Secretary)

Enclo As stated

1) District Magistrate & Collector, Darjeeling for knowledge.
2) ADM & DLLRO, Darjelling for knowledge

**Appendix II**

## West Bengal Land & Land Reforms Officers' Association

Ref. No. 54/WBLLROA/2018-19 Date 01.01.2019

To,
The Hon'ble Chairman,
Public Service Commission,
West Bengal

Sub : Sponsoring of candidates to WBCS (Exe.) cadre against vacancy of 2017 from the promotional quota as available to SRO-II cadre under Land & Land Reforms Department, Government of West Bengal

Respected Sir,

The officers of the grade of SRO-II are eligible for promotion to the cadre of WBCS (Exe.) against fixed quota as notified by Home (P&AR) Department and in that respect the sponsoring of eligible candidates against the vacancy as cumulated till 2017 has been already done by the Land & Land Reforms Department. The list of eligible candidates, etc.as learnt by the Association has been pending with the Public Service Commission since Feb'19. In this respect, it is to add that the other eligible promotees from other departments like Panchayat & Rural Development and lrrigation have already joined by Dec'18. The batch as due to be promoted from the quota availqble to SRO-II are losing their seniority and infact they have already lost the scope of an increment since they missed the December dateline

The Association expects that the Commission shall be considerate to process the issue of promotion order at the earliest.

Thanking you,

Sincerly yours,
Debashis Sengupta
(General Secretary)

Copy: 1) The Secretary, Home (P&AR)for favour of valuable information.

2) The Secretary, Land & Land Reforms & Refugee, Relief & Rehabilitation Department for favour of valuable information with request to take up the issue with PSC and also to kindly ensure in future that the promotional quota for all the feeder post(s) may be uniformly notified for promotion.

Debashis Sengupta
(General Secretary)

**Appendix III**

## West Bengal Land & Land Reforms Officers' Association

Ref. No. 55/WBLLROA/2018-19 Date : 10.04.2019

To
The Additional Secretary,
Land & Land Reforms and Refugee, Relief &
Rehabilitation Department,
Government of West Bengal

Sub : Matters related to issue of identity certiticate favouring officers and their spouse,Children, etc. for the purpose of speedy disposal of Pasport Applications

Madam,

The Association represents the grade of officers belonging to the cadres of WBSLRS Gr-I, SRO-II and SRO-I.

The officers of these grades are recently facing difficulties in respect of speedy disposal of their Passport Application as their prayers for Identity Certificate are not forthcoming within reasonable time and in fact there are often arising instances of lapsing of dates for verification against prayer for passport. The officers are applying in greater numbers for IC and passport to avail the benefit of LTC for visit to South-Asian countries as have been permitted by the Government of West Bengal.

In this respect, We enclose the respective Memorandum dated 06.06.2011 wherein the relevant provision for application for IC for self and spouse/ children and the way(s) for disposal are detailed. It is on the basis of this Memorandum itself that the identity certificate favouring officers, their spouse amd children are/were bring issued so long.

We have also had the chance to come across the Memo dated 15.01.2018 wherein also it is iterated that application(s) in connection with IC will be considered only for the officer itself on the basis of bonafide urgencies as are to be recommended and justified by the controlling authority and the implication of such Memorandum as understood by us remains that while the individual officer can submit applications for self, spouse and children, such applications shall only be considered on the basis of bonafide urgencies.

However, be as it may, it is our humble submission that the Authority may be impressed that as the prayers are primarily for availing the LTC benefit and that being an employee friendly gesture of the Govermment the motive of the scheme may kindly be not frustrated for want of IC and hence issuance of Passport.

We expect that the apparent impasse would be resolved.

In this connection, we would also submit that as the wing at writers' Building is associated with various benefits and/or protection of established norms of conduct of Government employees, so the Association representing departmental officers of the Land & Land Reforms & Refugee, Relief & Rehabilitation Department would like to be allotted some time to discuss over the status of such issues as are pending in the Department.

Thanking you,

Sincerely yours,

Enclo : 1. Order dated 06/06/2011.
2. Order dated 15/01/2018.

Debashis Sengupta
(General Secretary)

**Appendix IV**

# West Bengal Land & Land Reforms Officers' Association

Ref. No. 56/WBLLROA/2018-19 Date : 10.04.2019

To
The Land Reforms Commissioner & Principal Secretary
Land & Land Reforms and Refugee, Relief & Rehabilitation Department,
Goverment of west Bengal

Sub: Legal Action adopted against departmental officers at different forum for action taken in official capacity and in pursuance of the provision of Act(s) Rule(s) with which they need to work

sir,

It ias fact that the officers of the Land & Land Reforms Department, particularly, the officers delivering statutory functions need to function in such a way that there is always chance of parties being aggrieved by the Statutory actions adopted . In fact, it is in keeping with this probability that the legis lature provided protection to the officers for action taken under the WBLR Act.

We reproduce Section 58 of WBLR Act, 1955 below:-

58.(1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rules made thereunder.

(2) No suit or other legal proceeding shall lie against the state Government for any damage caused or likely to be caused or for any injury suffered or likely to be suffered by virtue of any provisions of this Act or by anything in good faith done or intended to be done pursuance of this Act or any rules made thereunder.

However, there have been random ocasions in different districts wherein BL&LROs/ROs, etc. are facing criminal proceedings or are being threatened with criminal proceedings for the discharge of their statutory duties. The most common allegation on the BL&LROs/ROs is that of conspiracy when it is found that mutation has been effected on the basis of forged deed. A little understanding of the process of registration as so long prevalent (before linking of registrationwith e-Bhuchitra) would establish that there is no cogent way to verify the authenticity of each deed without direct correspondence in each case th ADSR but then mutation is in the domain of public Services Act and correspondence in each case with ADSR would surely Jeopardise disposal within time-limit as prescribed hence in these circumstances when thetre is explicit provision for Appeal u/s 54 of the WBLR Act itself the Police complaints etc. are only harassing the field officials and des tabilising their moralr.

Even for cases of miscellaneous application s, proceedings under Homestead Beneficary Act, etc. there are increased instances of Complainsts to the police and/or Suits against BL&LRO/RO which are eitherturning into criminal prosecution or are moving as writ petitions against them individually and such officers are even not being provided with the support of PP/GP,etc. at the respective Courts and they are being left to defend the cases personally. At presen and in the recent past there have been such instances in the districts of Coochbehar, Nadia, Paschim Medinipur, South 24 Parganas, Puba Bardhaman, etc. While the Government is incresingly becoming citizen-friendly with scope of disposal beingbroiught under public Services Act, etc the officersconducting the statutory functions are gradually becoming more and more exposed to personal intimidation for official functioning.

In this respect, we would submit that the Department may take up the matter urgently with the various district authorities and in the instances of such personal suits, proceedings, etc. for discharge of official functions the State should protect and defend the officers.

besides this, one more issue of legal complication needs to be addressed, viz. :-

The matters related to proceedings u/s 144 CrPC are routinely sentto BL&LROs for enquiry as also for execution of order(s) for demarcation, etc. and these in turn cause way(s) to unnecessarily implicate BL&LROs in legal proceedings and subject to Complains etc.

In this respect, also we have certain submissions to make:-

i) In sub-group 'C' of Chapter X of CrPC, Section 144 only provides power to issue order in urgent cases of nuisance or apprehended danger. An order under this Section may in cases of emergency or in cases where the circumstances do not admit of the service of notice be passed exparte. There is no provision of making any field enquiry or demarcation of disputed land or making over of possession of any parcel of land for disposing a proceeding u/s 144 CrPC as it only relates to urgent cases of nuisance or apprehended danger. The keynote of the Section and the power it confers is to keep a particular ares as specified in the petition free for a particular time from any menace of serious disturbance of public order. Section 144 is directed against those who attempt to prevent the exercise of legal right by others or imperil public safety and health. The Ld Court is statutorily authorized to view the situation in each cases whether prohibitory order(s) within the scope of the Section and/or Chapter X of the Code is justified to to prevent apprehended danger. There is no scope to redress any dispute in respect of any immovable property under Section 144 of CrPC.

ii) Infact, Procedures in respect of dispute as to immovable property have been laid down in Sections 145, 146 and 147of CrPC under Sub-group "D" of Chapter X of CrPC. Whenver, a local enquiry is necessary for the pirpose of Section 145, Section 146 or Section 147, District Magistrate, Sub-Divisional Magistrate may depute any Magistrate sub-ordinate to him to make the enquiry. Secion 148 has laid down the procedure for local enquiry in respect of such disputes.

Now on this backdrop, the following basic issues need to be addressed and unless they are decided the BL&LROs are restrained by law itself from proceeding in this respect at least to cause field enquiry. The issues are:

a) That since the BL&LROs are not empowered u/s 145 of CrPC or the successive Sections as referred above, whether at all any enquiry held by them be a part of any proceeding u/s 144 Cr.PC or successive Sections, particularly as proceedings under Section 144 CrPC are open to judicial review. It is probably prudent that at the most, the recorded statusof the land may be accepted as evidence on its presumptive value and until and unless the BL&LRO is empowered at least u/s 148 CrPC he/she cannot hold any field enquiry and thus in any reference from Ld.Court(s) of SDEM, the BL&LROs may only put up the recorded status of the land.

b) Even while proceeding u/s 145 CrPC is drawn, the LD. Court is empowered to decide the person in actual possession of the land on the date when the proceeding is drawn up and may never refer to any merit of claim of the respictive parties ton rightfully possess the disputed land for it is decide fact that such claim of right/title to the land can only be decided by Ld. Civil Court. Thus, that being the statutory provision implying that there can never be any attempt to demarcate the disputed land for demarcation is only done when title over land is the subject of proceeding or title is decided in favour og any of the contesting parties. This view has been the observation of Hon'ble High Court itself in WP 2225(W) of 2016. That being the settled provision, direction upon BL&LROs in proceeding u/s 144 CrPC to hand over possession to the owner as held in the 144 CrPC proceeding is probably beyond the scope for the BL&LRo to comply with.

So, we submit that until and unless the BL&LROs are empowered u/s 148 of CrPC, there may not be any reference to BL&LROs for physical enquiry and directions for demarcation, etc may never arise.

In this respect, we would submit that the Department may take up the issue with the appropriate department of the Government so that the officers empowered u/s 144 CrPC, 145 CrPC, etc may not issue order(s) that are beyond the scope of BL&LRO to address and if at all required, BL&LROs may at the most provide the status of ROR of which he is the custodian.

Hence, we remain submitting:-

1) The personal prosecution against BL&LROs/ROs,etc in the case of discharge of official functions need to be immediately addressed so that these so that these cannot be instituted without the approval of the State Government.

2) Till BL&LROs are empowered u/s 148 of CrPC, they cannot be directed to hold any physical enquiry of suit land and there can under no circumstance be order for demarcation of land on BL&LROs in proceedingsunder 144CrPC,etc

Thanking you,

Sincerely yours
Drbashis Sengupta
(General Secretary)

Copy to the Director of Land Records & Surveys & Jt. Land Reforms Commissioner. West bengal for favour of his knowledge and proper estimation of the practical situation.

Debashis Sengupta
(General Secretary)

**Appendix V**

# West Bengal Land & Land Reforms Officers' Association

To
The director of Land Records & Surveys
&
Jt.Land Reforms Commissioner,
Government of West Bengal

Sub: Memorandum on issues as are long pending in respect of officers of the ranks of RO/SROII/SROI under the L&LR and RR&R Department

Sir,

The Association brings forth the following facts for appreciation of the career prospect of the officers of the said ranks and working conditions of the officers:

(i) The anomaly that exists in respect of career prospects of the said rank of officers, the departmental initiative as already adopted and the submission of the Association in this respect is detailed below:

1. The existing mode of Recruitment :-According to the merit list of successful candidates of the Group-'C' of the WBCS(Exe) & Etc. Examination conducted by the west Bengal Public Service Commission.

2. Present Cadre prospect :

WBSLRS Gr-I---1st promotion (7-8 years)--- SROII(functional post BLLRO)- 2nd promotion(20years from initial stage)--- SROI
(Scale No. 14 of ROPA'98) (Scale No. 15 of ROPA'98) (Scale No. 16 of ROPA'98)

Or

WBSLRS Gr-I---1st promotion (7-8 years)--- SROII(functional post BLLRO)- 2nd promotion(17years from initial stage)--- WBSC(Exe)
(Scale No. 14 of ROPA'98) (Scale No. 15 of ROPA'98) (Scale No. 16 & furtherbeing State Service)

3. Comparison with other comparable cadres in terms of the same mode of recruitment:

1st promotion(7-8 yrs) enters State Service

(a) Jt. BDO---------->WBCS(exe)---------->Scale No.17and beyond
(Enters at scale 14) (Scale No.16)
1st promotion(9-10yrs) enters State Service

(b) ACTO----------> CTO----------> Scale No.17 and beyond
(Enter at scale 14) (Scale No.16)

**(A) Departmental views about the cadre in different files:**

| SI. No. | Departmental File Number | Content of the File |
|---|---|---|
| 1) | Task Force created vide No.LRC 3/13dtd. 16.1.13 | Recommendation fot Constitution of L&LR Service comprising the departmental officers of the grades of WBSLRS Gr-I,SROII and SROI |
| 2) | Departmental file 1E-89/99-(Apptt)/(pt.I & II) and LL/N/LP/1A-10/2013(A-1) | Recommendation for pay scales 16,17 of ROPA'98 at the initiation of the Service in that grade for SROII/SROI respectively with scope to move on to higher scales depending on length of service |
| 3) | File N.LL/N/LP/1A-10/2013(A-1) and further vide File No.1M-02/2016-Aptt. | Recommendation for sanction of 244 higher posts in scale Nos.17 & 18 of ROPA'98 for the SROI cadre |

**(B) The reasons for recommending State Service:**

State of West engal itself in comparable Departments/Secretariats have created State Service Structure comprising the basic grade of officers in different departments/ directorate,etc and the only basic reason for such recommendation and creation seem to have been the fact that these officers/cadres were involved in working with specified Act(s) and Rule(s) and their expertise have been honoured by providing for their rise in their department to position of leadership.Of Course different models have been adopted, some examples are listed below:-

1) West Bengal Registration and Stamp Revenue Service, created in the year 2000 and the hitherto appointed Sub Registrars recruited via result of Gr-D of the WBCS(Exe) & Etc. Exam were enmasse elevated to the State Service cadre having completed 6 years of service at that relevant point of time.

2) West Bengal State Secretariat Service, created from the level of Section Officer and the basic recruitment remains at LDA recruited through the P.S.C. (Clerkship) Exam. In this servic structure an LDA joining at scale No.6 has the scope to rise to upto the post of a Jt. Secretary at Scale No.19, depending upon his service length.

3) Creation of West Bengal Junior Animal Husbandry and Veterinary Service, by merging the two wings in the year 1994.

4) Vide Notification No.4340-WT/TR/O/1E-243/2014 dated 30.11.2015 whereby Motor vehicle Inspectors entering Government Service at pay Band 3 with Grade Pay of Rs. 4100/-, Rs.3900/- have been given the ultimate scope of rising to the post of Jt.Director at a Grade Pay of Rs.7600/- besides opening up of all posts of Regional Transport officers to such Motor vehicles Inspectors with the additional designation of Assistant Secretary.

5) In fact, experience outside the State would also show that there is State Service Structure in Land Revenue Department to facilitate exclusive vertical mobility of the departmental cadres and the latest example in this respect is the State of Bihar.

Finally encapsulating all the above factors, the Government in L&LR Department has been gracious enough to further recommend a specific structure for constitution of State Service as in File 552-LRC & Pr.Secreatary /2018 which has also been endorsed by the P&AR department subject to their stake at further reducing the quota of SROIIs in WBCS(Exe) Cadre.

However, while the view of the P&AR Dept.has been accepted by the Government and the matter has been stretched to finality, the parallel and only logical proposal of constitution of State level Service comprising exclusively the departmental officers of L&LR Department has been waylaid.

**This approach of the Government further stretches the anomaly as already exists.**

**Hence, we submit immediate fruition of the logical and accepted demand of constitution of Stae level Land Reforms Service comprising exclusively the officers of the L&LR Department ensuring vertical mobility of the Revenue officers as recruited via result of Gr.C of WBCS(Exe) & Etc.Exam from scale Nos.14 to Scale No.19(Scales referring to ROPA'98)**

ii) The officers of the ranks of RO/SROII/SROI functions with specific Act(s)/Rule(s) and in most cases have specific power(s) under the Act and there is also prescribed supervisory and Appellate Authorities under the same Act(s) in most of the cases. It is thus but obvious that objective and subjective analysis of the officers of the rank(s) of BLLRO,SDLLRO,Asst.LAO,Addl.LAO,etc. can only be made by officers/authorities who have the Statutory Scope to analyse the qualitative functioning of these grades of officers; however, the Reporting officers in notified route of ACR(SAR) in respect of these grades of officers as at above as exist at present have no statutory role to qualitatively analyse the work(s) of these officers, Hence, the route of

ACR(SAR) be modified so that only officers having quqsi-judicial control and day-to-day interaction with the officers to be reported upon be entrusted as Reporting officer. Also in many cases the presently entrusted Authorities having no personal knowledge off functioning officers whose ACR(SAR) thay are reporting and often shirk from Reporting particularly if the specific individual in the chair of the Reporting/Reviewing officer had not been in chair at the relevant time and period for which SAR is being drawn. This is hampering promotions etc. and hence there be specific direction from the Department on all the irrespective authorities that irrsepective of the fact whether the particular person was in position or not at the relevant time, the SAR be reported upon and reviewed on the basis of office records as available for the officer to be appraised.

iii) The officers of the rank(s) of RO/SROII/SROI have scope for very few promotions, viz; from RO to SROII and from SROII to SROI/WBCS(Exe), But unfortunately despite availability of vacancie, the promotions are not being timely effective and the officers are losing increment as also scope of MCAS, In fact, it has become customary that in respect of promotion of SROII to WBCS(Exe), which in itself is anomalous and derogatory for the cadre considering the fact that it is the rank of RO which is equivalent to Jt.BDO, there is delay in each year causing the promoted SROIIs to be placed below the since promoted Jt.BDOs of the respective year in the gradation list of WBCS(exe).This trend needs to be immediately arrested. In respect of promotion to the rank of SROI, of late, the Department is raising the issue that there being no sanctioned strength, only so many promotions are acceptable as the number of retirees from the published Gradation List of SROI between the last promotion and the instant. The Association has exception to this view, particularly because the issue of not having any sanctioned strength is to be addressed by the Authority and the Authority is failing for the same reasons as detailed in pt.i) above and under such circumstances, the Association feels that the issue can be best addressed by counting vacancies on the basis of posts as are vacant. The Association also expects that while sponsoring the vacancies for promotion to SROII, the Directorae would consider all the vacancies that are existing at the relevant time.

iv) It is to state that being a State level Cadre, we are admittedly aware of the fact that there would be occasions of relative hardship in posting in the service life but we would submit that the Authority be sensitive enough to mitigate the hardship as also distribute it among the officers. There are a number of policies in respect of transfer-posting of officers of the ranks of RO/SROII/SROI as issued by the department and the policies are apparently sensitive, we demand adherence to the spirit of the policies. In this respect special attention is drawn to the last transfer order as issued by the DLRS on approval from the department vide No.....Such order has devastated the morale of serving senior officers in the mode they have been shunted to far-off districts. We again submit that it is understandable that to adhere to the sanctioned strength in the districts as also to address the issue of equitable distribution of officers in the various posts across the State, Shifting may be required and in that case , the density of officers being high in the Zone encompassing North 24 prganas, South 24 Parganas, Howrah, Hugli, there may be higher chance of shifting officers from these districts but the department needs to consider the following:

a) That the shifting be made on the basis of Seniority of stay in the home district/district posted to

b) That the cut off date for consideration for shifting of officers be adopted Statewise and in both ISU and Non-ISU for that will give a broader base to work on and there be chance of lateral shifting which will mitigate the hardship of the singled out officers in respect of posting is mitigated then more energy is devoted to problems of citizen.In fact, in this partcular issue the Association would demand a modification of the existing transfer policy so that there be transparency. This aspect is not covered by the existing policy(copy enclosed).We would expect that the Authority will give a fresh look into the transfer order as issued and there be review to distribute the relative hardship by adopting lateral shifting in true term and also sticking to the point of period of stay.

(c) To utter despair to us, it is observed that the General Secretary of our Association has been shifted while he has not completed his trem as G.S nor has he been serving the particular official poist for even four years. We expect that the GS would be repatriated in and around Alipore/Kolkata at the earliest.

Also it is the experience of the Association that the due transfer of Revenue officers well crossed 3/4 years in the respective zone are continuing in far-off districts though apparently there is no shortage of Revenue officers. In this connection, it is also to add that by present standards the Revenur officers are getting promotion to the rank of SROII after 7-8 years of service and if in this stage thaey are not transferred to home-zone even after 4 years, then he would effectively not get chance to serve from home at all. The pending tranfer of Revenue officers may be expedited.

v) Considering the multifaceted work(s) particularly at the Block level there is genuine need for betterment of infrastructure and facilities. In this respect, the primary demand of vehicular support to BLLROs throughout the year needs to be immediately addressed. It is a matter of shock that despite the onerous effort of the field level officers of the L&LR Department in implementation of the provision of Minor Minerals(Concession) Rules, Prevention (of illegal Mining, Storage and Transportation)Rules, 2002,etc. Besides other daily work(s) of equiries under WBLR Act,144Cr.PC, etc, the BLLROs are still not provided with round-the-year vehicular support. The working condition of the officers, partcularly, in Land Acquisition wing is far from commensurate and the trend needs to be addressed.

vi) The officers in the field earnestly expect that the Department/Directorate, would give efficient leadership to the field level officers by issuing relevant and appropriate Circulars/orders, etc. because the law(s)/ Act(s) are a bit complex and the field level officers always expect circulars and directions that would be citizen-friendly for ultimately it is the field level officers who are the interface of the Department with public. Also to add that the Block level Officers are now working exclusively with a database and via software as designed by NIC;the software needs to be impregnable as also citizen friendly. The database not being foolproof, there are enormous prayers for correction which are as such outside the purview of statutory disposals and may be mere corrections of omission, etc. Such petition are termed as Miscellaneous Petitions at the Block level;such petitions need to itemised and there exclusive disposal patterns need to be formulated and direction passed; it is our experience that more citizens are doing the rounds of the Block officers for getting redress of these Misc.Petitions than Mutation/Conversion,etc. The existing Circular of the Directorate vide No.2555 dated..... needs to be furthered and more decentralised maintaining the sanctity of actions to be taken on the respective Petitions.

vii) Also to add that though the departmental proceedings are being resolved with much greater pace, but the causes of drawing Departmental Proceedings need to be judiciously scrutinized. In many cases, the proceeding is unnecessarily wasting time of Disciplinary Authority, Inquiring Authority, Presenting officer, besides adding to the agony of the charged officer.

We earnestly expect that the Govt.in the highest level would look up to the very logical demands of the officers and be pro-active to redress them.

Thanking You.

Sincerely yours,
Debashis Sengupta
(General Secretary)